দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬১ ॥ ০৮ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৪ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

কাঁটাতারে ফেলানীর লাশ ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক : ফারুক

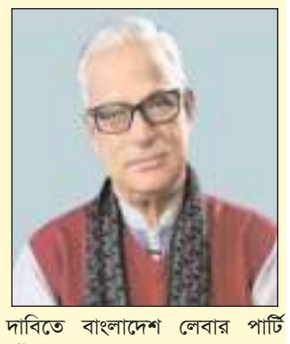

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদিন ফারুক বলেছেন, "কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানীর লাশ ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। এই ছবি শুধু ফেলানীর লাশের ছবি নয়, এই ছবি কাঁটাতারে বিদ্ধ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব। এই ছবি নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতিকদের ভারত তোষণনীতির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার।" গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ফেলানী হত্যা দিবসে সীমান্ত আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

ব্যয় ও সিস্টেম লস কমিয়ে লোকসান ঠেকাচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো

স্টাফ রিপোর্টার : অভ্যন্তরীণ ব্যয় ও সিস্টেম লস কমিয়ে লোকসান ঠেকাচ্ছে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো। বিগত সরকারের আমলে দেশের চাহিদা বিবেচনা না করেই একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এমনকি জ্বালানির সংস্থান না থাকার পরও বড় বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হয়েছে। ওই ধরনের হঠকারী পরিকল্পনার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে। আর উচ্চ জ্বালানি ব্যয়ের কারণে এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বাড়ার কারণে গত দুই বছরে বিদ্যুতে খরচ অনেক বেড়েছে। ফলে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সব বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিই লোকসান করেছে। তবে এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঁচটি বিতরণ কোম্পানির মধ্যে লাভে ছিল তিনটি। যদিও একই সময়ে গ্রাহক পর্যায়ে চার দফা বাড়ানো হয়েছিল বিদ্যুতের দাম। আর দাম বাড়ানোতে গত অর্থবছরে চারটি কোম্পানির লোকসান কমে এসেছে। কেবল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোর লোকসান বেড়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ পড়ছে ১১ টাকার বেশি। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুতে এর বিক্রয়মূল্য ছিল পাইকারিতে ৫ টাকা ১৭ পয়সা। পরে তা তিন দফা দাম বৃদ্ধি করা হয়।

এতে গত ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার দাঁড়ায় ৭ টাকা ৪ পয়সা। অর্থাৎ পাইকারিতে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৩৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। আর ওই সময় বিতরণ পর্যায়ে দাম বাড়ানো হয় ২৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ। পাইকারির চেয়ে খুচরায় বিদ্যুতের দাম কম বাড়ায় বিতরণ কোম্পানিগুলো লোকসানে পড়ে। গত ফেব্রুয়ারিতে বিতরণ পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিমান্ড চার্জ বাড়ানো হয়েছে। তাতে গত অর্থবছর লোকসানের পরিমাণ ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় কমেছে। তবে ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম কমপক্ষে আরো ১০ শতাংশ বাড়ানো কথা বলছেন বিতরণ কোম্পানিগুলো। সূত্র জানায়, বর্তমানে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)। ওই দুই কোম্পানির মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিপিডিসি মুনাফা করে ১৬৬ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এর পরের ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানিটি ৬৪৩ কোটি ২৭ লাখ টাকা লোকসান করে। তবে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচন ও সিস্টেম লস কমিয়ে আনার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছর কোম্পানির লোকসান অর্ধেকে নেমে এসেছে। গত অর্থবছর ডিপিডিসি লোকসান করেছে ৩০২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। এখন ইউনিটপ্রতি ১৫ পয়সা করে লোকসান হচ্ছে। আর ট্যারিফ অ্যাডজাস্ট না হলে লোকসান মিনিমাম পর্যায়ে আনা ২-এর পাতায় দেখুন

বৈষম্যবিরোধীদের সঙ্গে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর দূরত্ব কী বাড়ছে?

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ দেড় দশকের শাসনের অবসানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে লড়াই করেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। পতন হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের। তবে পাঁচ মাস অতিবাহিত হতেই প্রশ্ন উঠেছে, আন্দোলনে থাকা ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পর্ক কি এখনো আগের মতোই আছে? জুলাই বিপ্লবের ছাত্রদের ৯ দফার মধ্যে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ও ছাত্রসংসদ চালু করার কথা থাকলেও এখন এ ব্যাপারে বক্তব্য নেই কোনো ছাত্র সংগঠনেরই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও মূলধারার রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশই। জুলাই বিপ্লবে সকল ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সংগঠন এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বদলে যাচ্ছে দেশের ছাত্র রাজনীতি। বর্তমান পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রশিবির ছাড়া মূলধারার বাকি সব ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পর্কে তিক্ততার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশে চাকরি পাচ্ছেন আন্দোলনে আহত ১০০ জন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে আহত ১০০ জনকে বাংলাদেশ পুলিশে চাকরি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিআইডির প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। উপদেষ্টা বলেন, আজকে আমার সিআইডির প্রধান কার্যালয়ে নরমাল ভিজিট ছিল। আমার সঙ্গে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ছিলেন। আমরা অনেক বিষয়ে কথা বলেছি। আপনারা জানেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন। যারা আহত হয়েছেন তাদের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। যারা আহত হয়েছেন তাদের পুলিশে চাকরি দেওয়ার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সবাইকে তো আর নেওয়া যাবে না, তবে একেক জন একেকভাবে আহত হয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আহতদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক আমরা পুলিশ বাহিনীতে নেবো। আমরা দ্রুত এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করবো। আপাতত ১০০ জন আহতকে দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। পরে আমরা এ সংখ্যাটা আরও বাড়াবো। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিগত সরকারের আমলে সব ২-এর পাতায় দেখুন

কবে নাগাদ সব শিক্ষার্থী পাঠ্যবই পাবে জানি না: শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি শিক্ষাবর্ষে সব শিক্ষার্থী কবে নাগাদ সব পাঠ্যবই পাবে তা জানেন না বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। বিগত সময়ে মার্চের আগে পুরোপুরি বই দেওয়া হয়নি জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমরা (বই ছাপা) কার্যক্রম শুরু করেছি দেরিতে। আমাদের বই পরিমার্জন করতে হয়েছে। বইয়ের সিলেবাস, কারিকুলাম নতুন করে করতে হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বিদেশে কোনো বই ছাপানো হচ্ছে না। দেশের সক্ষমতা কত সেটা এবারই প্রথম দেখা যাচ্ছে। এতে করে তো দেরি হবেই। তিনি বলেন, এ বছরই বোঝা গেল সবগুলো গোডাউন যেখানে আর্ট পেপারগুলো জমা ২-এর পাতায় দেখুন

ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কার করা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ ভবন উদ্বোধন করা হয়। এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কার করা মূলভবন ও এজলাসকক্ষ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হলো। এ সময় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান বিচারপতি বলেন, এই ভূ-খণ্ডের বিচার বিভাগীয় ইতিহাসে ঐতিহাসিক এই স্থাপনাটি ?'ঢাকা হাইকোর্ট' বা 'পুরাতন হাইকোর্ট ভবন' হিসেবে যে মহান ঐতিহ্য ধারণ করে আছে, ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট মাসে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ও ন্যায়বিচারের খাগর নীতিগুলোর অনুসরণের মাধ্যমে তা নতুন মাত্রায় পূর্ণতা পাবে। ট্রাইব্যুনালের প্রতি প্রধান বিচারপতির প্রত্যাশা সম্পর্কে তিনি বলেন, একজন সাধারণ নাগরিক তার হৃদয় উৎসারিত অকৃত্রিম চেতনাবোধ থেকে সমগ্র জাতির নৈতিক সমর্থনপুষ্ট একটি গণজোয়ার রুখতে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী ২-এর পাতায় দেখুন

মোবাইলে কথা বলা ও ইন্টারনেট খরচ আরও বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন করে খরচ বাড়ছে মোবাইলে কথা বলা ও মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) মোবাইলে কথা বলা ও ইন্টারনেট খরচ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এগুলোর ওপর আরও ৩ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাড়তে পারে। এমন হলে ভ্যাট , সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জ মিলিয়ে মোট কর ৪২ শতাংশে পৌঁছাবে যা বর্তমানে আছে ৩৯ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র গণমাধ্যমের কাছে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এনবিআরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'নতুন করে ৩ শতাংশ ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, এ বিষয়ে আদেশ জারির প্রক্রিয়া চলছে। মোবাইল অপারেটরদের সঙ্গে কথা ২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার লন্ডন সফর

দীর্ঘ ৭ বছর পর মায়ের দেখা পাবেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৭ বছর পর বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) রাত ১০টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে কাতার হয়ে লন্ডন যাবেন তিনি। বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য আজ রাত ৮টায় গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে বের হবেন খালেদা জিয়া। রাত ৯টার মধ্যে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করে রাত ১০টায় কাতারের আমিরের পাঠানো আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। বিএনপি নেতারা বলছেন, খালেদা জিয়াকে লন্ডন বিমানবন্দরে স্বাগত ২-এর পাতায় দেখুন

জুনের শেষ সপ্তাহে এইচএসসি পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. আবুল বাশার বলেছেন, জুনের শেষ সপ্তাহে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য সূচির (রুটিন) খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) তিনি গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। আবুল বাশার বলেন, আশা করছি চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সম্ভাব্য পরীক্ষা সূচি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সম্ভব হবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে ২ মার্চ থেকে। আর ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলেজগুলোকে এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। এরপর শুরু হবে ফরম পূরণ। এর আগে, ২০২৪ সালের ৩০ জুন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। তবে আন্দোলনের জেরে মাঝপথে এসে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ৫ আগস্ট ২-এর পাতায় দেখুন

ফেলানী হত্যার বিচারের দাবিতে টিএসসিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তীব্র গ্যাস সংকট

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে। দিনের বেশিরভাগ সময়ে গ্যাস না থাকায় চরম ভোগান্তিতে নগরবাসী। প্রতিবছর শীত এলেই মিরপুর, বাসাবো, রামপুরাসহ ঢাকার আশপাশের এলাকার গ্যাসের সংকট তীব্র সংকট দেখা দেয়। কখনও ভোরে আবার কখনও গভীর রাতে গ্যাস আসে। তাও তা স্থায়ী হয় ঘণ্টাখানেক। এজন্য প্রতিমাসে গ্যাস বিল দেওয়াসহ বিকল্প জ্বালানির জন্য গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। রাজধানীর মিরপুরের ভাষানটেকের বাসিন্দা নাজমা বেগম। স্বামী-সন্তানের জন্য দুপুরের খাবার প্রস্তুত করতে সব আয়োজন করেছেন। কিন্তু গ্যাস সংকটে চুলা জ্বালাতে পারছেন না। অধিকাংশ সময় এমনটা হওয়ায় অলিগলির দোকান থেকে খাবার কিনে খেতে হয়। টানাটানির সংসারে এ যেন ২-এর পাতায় দেখুন

তিব্বতের শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তিব্বতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে আঘাত হানা ওই ভূমিকম্পে বহু বাড়ি-ঘর ধসে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে যে, প্রতিবেশী নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু এবং ভারতের বিভিন্ন অংশেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ১। চীনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্ক সেন্টার জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৫ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল)। প্রধান ভূতাত্ত্বিক ফল্ট লাইনে অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলে ভূমিকম্প বেশ সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিগাতসে শহরটি তিব্বতের অন্যতম পবিত্র শহর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চীনের রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, শক্তিশালী ভূমিকম্পে এক হাজারের বেশি বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা গেছে ভবন ধসে পড়েছে। শক্তিশালী ওই ভূমিকম্পের পর কয়েক দফা আফটার শক (পরাঘাত) অনুভূত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযানে কাজ শুরু করেছে চীনের বিমান বাহিনী। সেখানে বেশ কিছু ড্রোনও মোতায়েন করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এদিকে নেপালেও ভূমিকম্প আঘাত হানলেও সেখানে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে ২০১৫ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে প্রায় ৯ হাজার মানুষ নিহত এবং আরও ২০ হাজার মানুষ আহত হয়। অপরদিকে তিব্বতে ভূমিকম্পের পর শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প বলে রেকর্ড করা হয়েছে। ভারতের বিহারসহ বেশ কিছু স্থানেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে সেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এইচএমপিভি ভাইরাস, দেশে দুই যুগ ধরে আছে, আতঙ্ক নেই

স্টাফ রিপোর্টার : দ্য হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাসের (এইচএমপিভি) প্রাদুর্ভাব বেড়েছে চীন আর জাপানে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ধাঁচের এই ভাইরাসে এরই মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে। ভাইরাসটি করোনার মতোই ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, ২০২৫ সালে আবার করোনার মতো নতুন কোনো মহামারির উদ্ভব হতে পারে। যদিও কোন রোগটি মহামারি আকার ধারণ করবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা এখনই তারা দিতে পারেননি। তবে এইচএমভির প্রাদুর্ভাব ভাবাচ্ছে তাঁদের। জ্বর, নাক বন্ধ, কাশি বা শ্বাসকষ্টের মতো সাধারণ ঠান্ডাজনিত সমস্যা দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী সময় এই ভাইরাসের সংক্রমণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, করোনার সময়ে হাসপাতালে যেভাবে ভিড় তৈরি হয়েছিল, একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এইচএমপিভির প্রাদুর্ভাবেও। একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে জাপানেও। দেশটির সংবাদমাধ্যম ২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে চায় পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাধীনতার পর থেকে পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। কোনো না কোনোভাবে প্রশাসন থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড সবখানেই রাজনীতির প্রভাব প্রকট। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা বর্তমান অবস্থানে নিয়ে এসেছে পুলিশকে। ফলে, বর্তমানে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার ও উন্নয়নের পথে রাজনৈতিক প্রভাব সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, পুলিশকে এখনই সংস্কার ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা প্রয়োজন। দেশের রাজনীতিবিদরা পুলিশকে কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেননি। রাজনীতিবিদরা চান না পুলিশ সংস্কার হোক। পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে এবং পেশাদারত্বের সাথে কাজ করতে হবে। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, অসাধু পুলিশ কর্মকর্তাদের অনিয়ম, দুর্নীতি এবং উচ্চাভিলাষী মানসিকতায় পুরো বাহিনীতে তৈরি হয়েছে ইমেজ সংকট। বিগত প্রায় সাড়ে ১৬ বছরে শাসক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন এসব অসাধু কর্মকর্তারা। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ক্ষোভের টার্গেট হয় পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত জনতা হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ চালায় পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনায়। পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা ও মামলার ঘটনা। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুলিশকে নতুন ভাবে সাজাতে হবে এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাসীনরা সব সময় পুলিশকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে এসেছেন। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় অসৎ পুলিশ কর্মকর্তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত থাকেন, যা পুরো বাহিনীর ইমেজ সংকটে পড়েছে। এসব সংকট মোকাবিলায় সম্প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেই বৈঠকে দাবি ওঠে পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার। পুলিশ বাহিনীর সংস্কার ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার ২-এর পাতায় দেখুন

হাজারের কম যাত্রী থাকলে সরাসরি হজে পাঠাতে পারবে না এজেন্সি

স্টাফ রিপোর্টার : সরাসরি হজযাত্রী পাঠাতে এজেন্সির সর্বনিম্ন কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছে সৌদি আরব। এবার সর্বনিম্ন এক হাজার হজযাত্রী থাকলে তাদের সরাসরি হজে পাঠাতে পারবে এজেন্সি। গত সোমবার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশকে এ তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। গত বছর সরাসরি হজে পাঠাতে এজেন্সি প্রতি কোটা কমিয়ে ২৫০ করা হয়েছিল। এ বছরও সর্বনিম্ন কোটা ২৫০ করার দাবি ছিল হজ এজেন্সি মালিকদের। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন এজেন্সি প্রতি ন্যূনতম হজযাত্রীর কোটা প্রথমে ২৫০ জন ও পরে ৫০০ জন করার বিষয়ে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রীকে দুটি আধা-সরকারি পত্র দেন। কিন্তু সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কমিটি হজযাত্রীর কোটা কমানোর ২-এর পাতায় দেখুন

গুজব ছড়ানো গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত শেখ রেহানার ছেলে-মেয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্প থেকে বিশাল অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। তদন্তে নাম এসেছে শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে ও যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকেরও। সম্পত্তি নিয়ে টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি ক্রমেই বাড়ছে। এসবের মধ্যেই নতুন অভিযোগ, রাজনৈতিক গুজব ছড়ানো থিংকট্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত তার ভাই রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও বোন আজমিনা সিদ্দিক। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টাইমস। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, তাদের ছড়ানো গুজবের বেশির ভাগই নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকেন্দ্রিক। গেল বছর ফেসবুকের স্বত্তাধিকারী প্রতিষ্ঠান মেটাও এমন একটি ভুয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য জানিয়েছিল। বিনামূল্যে ফ্ল্যাট ইস্যু নিয়ে কদিন ধরেই চাপে আছেন টিউলিপ। এর মাঝেই সামনে এলো তার ভাই-বোনদের প্রোপাগান্ডা বিষয়ক থিংকট্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি। ইতোমধ্যে জানা গেছে, টিউলিপের বিনামূল্যে ফ্ল্যাট পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। গত বছরের জুলাইয়ে সিটি মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগ পান টিউলিপ সিদ্দিক ২-এর পাতায় দেখুন

বেশি সংস্কার না চাইলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চাইলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। আর রাজনৈতিক দল যদি মনে করে, অন্তবর্তী সরকারের কিছু সংস্কার করে যাওয়া উচিত তাহলে ভোটের জন্য সরকার আরও ৬ মাস সময় নেবে বলে জানান শফিকুল আলম। সবার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ভালো একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্রেস সচিব বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ০৮ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৪ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

জুলাই বিপ্লব নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন ৮ পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার : রক্তস্নাত জুলাই বিপ্লব নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় আটজন চলচ্চিত্র পরিচালককে নির্বাচন করেছে। তারা ?'রিমেম্বারিং মনসুন রেভ্যুলেশন' কর্মসূচির আওতায় আটটি বিভাগে আটটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের কনটেন্ট বা ফিল্ম নির্মাণে ওয়ার্কশপ পরিচালনার করে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়ে আটটি চলচ্চিত্র তৈরি করবেন। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিচালকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়ে গঠিত সার্চ কমিটির সদস্য সুমন রহমান নির্বাচিত পরিচালকদের নাম ঘোষণা করেন।

এ সময় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী উপস্থিত ছিলেন। সুমন রহমান বলেন, সার্চ কমিটির লক্ষ্য ছিল আটজন চলচ্চিত্রকার নির্বাচন করা, যারা ২০২৫ সালে দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মশালা করে পরিচালনা করবেন এবং কর্মশালায় প্রশিক্ষিত জনবল নিয়ে আটটি চলচ্চিত্র তৈরি করবেন। তিনি বলেন, নির্বাচিত পরিচালকরা হচ্ছেন, অনম বিশ্বাস, হুমায়রা বিলকিস, শঙ্খ দাশগুপ্ত, শাহীন দিল রিয়াজ, রবিউল আলম রবি, তাসমিয়াহ আফরিন মৌ ও মো. তাওকীর ইসলাম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দুটি লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে জানিয়ে সুমন রহমান বলেন, এক,

২-এর পাতায় দেখুন

সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চায় জাতীয় নাগরিক কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন এবং কেউ দুই বারের বেশি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না। সংবিধান প্রস্তাবনায় 'রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা' সম্পর্কে এ দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রস্তাবনায় নাগরিক কমিটি জানায়, রাষ্ট্রপতি রিপাবলিকের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। রিপাবলিকের সব কর্ম তার নামেই সম্পাদিত হবে। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। এতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন। রাষ্টপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চ কক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ লাগবে। প্রস্তাবনায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা স্বাক্ষরের আগে সংবিধানিক হয়েছে কি না তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন। যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন। অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমানুসারে সংসদের

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশকে কখনো বন্ধু রাষ্ট্র মনে করেনি ভারত: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশকে ভারত কখনো বন্ধু রাষ্ট্র মনে করেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বাংলাদেশ ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে মনে করে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে এমন কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত নেইনি, যেটা বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো রেশ নিয়েছে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে বন্ধু রাষ্ট্র মনে করেনি। আজ আমরা ৫৩ বছরের ঘটনাবলিকে যদি সামনে নিয়ে আসি তাহলে মনে হবে, ভারতে এযাবতকালে যখনই যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সেটা কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ, বন্ধু রাষ্ট্র নিতে পারে না। অথচ ভারত দাবি করে তারা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা যে অস্ত্রগুলো ফেলে গিয়েছিল সেগুলো ভারতের সেনাবাহিনী লুটপাট করে নিয়ে গেছে। দেশের সম্পদ নানান ভাবে লুটপাট করে নিয়েছে তারা। তিনি আরও বলেন, গত পাঁচ মাস আগে ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, সেই হত্যাকারী স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে আরেকটি হত্যাকারী দেশ। যে ফেলানীকে হত্যা করেছে সীমান্তে। আমাদেরকে বন্ধু দাবি করা রাষ্ট্র (ভারত) আমার দেশের সাধারণ জনগণের হত্যাকারীকে আশ্রয় দিয়েছে। কোনো বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের হত্যাকারী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিতে পারে না।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বাংলাদেশে যাতে ভালো নির্বাচন না হয়, রাজনৈতিক সরকার যাতে ক্ষমতায় না আসে সেই চেষ্টায় ভারত চালিয়ে যাচ্ছে। ওই ফাঁদে আপনারা পা দেবেন না, পা দেওয়া যাবে না।

হাসিনা ওই ফাঁদে পা দিয়েছিলেন বলে সে নির্বাচনের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনের কথা যেটা বলেছেন এই বছরের শেষে বা আগামী বছরের শুরুতে সেটা আমরা সমর্থন জানাই। ওই সময়ের মধ্যে আমরা যদি নির্বাচন করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের যে সংকট তৈরি হয়েছে, আমার প্রত্যাশা আমরা এইসব সংকট থেকে মুক্ত হব। তাই সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে উন্নত করার লক্ষ্যে। ভুটান, নেপাল আফগানিস্তান বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সার্ক গঠন করেন। কিন্তু ভারতের অসহযোগিতার কারণে সার্ক আজ বিলুপ্তির পথে।

ফেলানী হত্যায় ভারত ও শেখ হাসিনা দায়ী

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, আওয়ামী সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে দিনের পর দিন ভারতের সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী (বিএসএফ) সীমান্তে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। রক্তপিপাসু আওয়ামী সরকার ভারতকে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড চালাতে ফ্রি লাইসেন্স দিয়েছিল বলেই একবারও প্রতিবাদ করেনি। ভারত সরকার বন্ধুত্বের মিথ্যা আশ্বাস ও লাশ হস্তান্তর ব্যতীত কিছুই করেনি। তাই ফেলানী হত্যার দায় শুধু মাত্র বিএসএফের নয়। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ভারত ও শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সকালে জাগপা আয়োজিত ফেলানী হত্যা দিবসে 'ফেলানীর রক্ত-প্রতিবাদের মন্ত্র' শীর্ষক বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাশেদ প্রধান বলেন, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলন্ত নিথর ফেলানীর লাশ দেখে পুরো পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

সব সংস্কারেরই কিছু যন্ত্রণা থাকে : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সব সংস্কারেরই কিছু যন্ত্রণা থাকে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর নিকুঞ্জে শেয়ারবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, শেয়ারবাজারকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। সব সংস্কারেরই কিছু যন্ত্রণা থাকে। তাই শেয়ারবাজারের সংস্কার কার্যক্রমেরও কিছু যন্ত্রণা সাময়িকভাবে সইতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের শেয়ারবাজারের গভীরতা অনেক কম। ভালো ভালো কোম্পানিগুলো এই বাজারে আসতে খুব বেশি আগ্রহী নয়। এসব কোম্পানির মালিকেরা ভাবেন, ছেলে হবে পরিচালক, বউ চেয়ারম্যান। ব্যবসায় যা মুনাফা হবে, তা নিজেরা ভোগ করবেন। শেয়ারবাজারে আসা মানেই ভালো ব্যবস্থাপনা, করপোরেট সুশাসন ইত্যাদি উন্নত হওয়া। কিন্তু অনেকে এসব বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চান না। তাই তাঁরা বাজারে আসতে আগ্রহী নন। কিন্তু সময় এসেছে বাজারের গভীরতা বাড়ানোর। এ জন্য ভালো ভালো কোম্পানি বাজারে আনতে হবে। আর তার জন্য করের সুবিধাসহ সরকারি যেসব নীতিসহায়তা দরকার, সেসব বিষয় সরকার বিবেচনা করবে। কিছু সরকারি কোম্পানি বাজারে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্যাংকের ঋণনির্ভর অর্থনীতি টেকসই কোনো অর্থনীতি নয়। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে শিল্প গড়লে অনেক সময় টাকা ফেরত না দিলেও চলে। এ কারণে আমাদের দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক

৭-এর পাতায় দেখুন

১৫২ কর্মকর্তাকে বেতনের টাকা ফেরত দিতে বললো ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ১৫২ জন কর্মকর্তার কাছে বেতনের টাকা ফেরত চেয়েছে সংস্থাটি। এই কর্মকর্তাদের অর্থ ফেরত দিতে স্বয়ং চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় থেকে চিঠি দিয়েছে ইসিকে। এই ১৫২ জন কর্মকর্তাকে ৩ মাস সাতদিনের বেতন ফেরত দিতে হবে। ইসির সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান সরকারি কোষাগারে টাকা ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশনায় জানানো হয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রথম জারি করা চিঠির মাধ্যমে ১৫২ জন কর্মকর্তাকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১০ বছর পূর্তিতে ৬ষ্ঠ গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠির মাধ্যমে উচ্চতর স্কেল প্রাপ্যতার তারিখ ০৭-০৯-২০১৫ এর পরিবর্তে ১৪-১২-২০১৫ সংশোধন করা হয়। এরপর তৃতীয় চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি ভিত্তিতে অতিরিক্ত গৃহীত

৭-এর পাতায় দেখুন

জনগণের ভোটের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আপত্তি কোথায়: প্রশ্ন আলালের

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়াপারসনের উপদেষ্টা অ্যাড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, 'নির্বাচন আগে নাকি সংস্কার আগে একথা যারা বলেন, তাদেরকে বলব, সংস্কার হচ্ছে একটা অন্তহীন প্রক্রিয়া। যতদিন পৃথিবী থাকবে, এদেশ থাকবে ততদিন সংস্কার চলমান থাকবে। কিন্তু, দীর্ঘ ১৭-১৮ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের যে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ভোট কেন্দ্রে গিয়ে একটি ভোট দেওয়া, সেটা পূরণ করতে আপত্তি কোথায়?' তিনি বলেন, 'নির্বাচনের মাধ্যমে যদি একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের কাছে যে শক্তি, সাহস ও দক্ষতা থাকবে তা দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। যেগুলো এ সরকারের (অন্তর্বর্তীকালীন সরকার) পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।' গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত তৃণমূল নাগরিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত ধর্মের নামে ব্যবসা ও জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে নাগরিক অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলাল বলেন, আজকে বাংলাদেশে অনেক সমস্যা। অনেক সমস্যা আছে বলেই বিএনপি একমাত্র রাজনৈতিক দল, যাদের পক্ষ থেকে দুই বছর

৭-এর পাতায় দেখুন

আমাদের প্রত্যাশা দুঃস্বপ্নের দিকে এগোচ্ছে : মান্না

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, "আমাদের প্রত্যাশা ছিল, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে শান্তি ফিরে আসবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বদলাবে। কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশা দুঃস্বপ্নের দিকে এগোচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিশু কল্যাণ পরিষদে নাগরিক ঐক্যের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় দলটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ

৭-এর পাতায় দেখুন

শীতের সকালে জাল বুনতে ব্যস্ত জেলেরা। ছবিটি মঙ্গলবার চট্টগ্রামের নতুন ব্রিজ থেকে তোলা।

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তের আহ্বান টিউলিপের

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের নগর ও দুর্নীতিদমন মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক। বাংলাদেশের সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও তার বেশকিছু সম্পদ নিয়ে অভিযোগের প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীদের আচরণবিধি যাচাইকারী কর্তৃপক্ষের কাছে গত সোমবার লেখা এক চিঠিতে এই আহ্বান জানান তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ খবর জানিয়েছে। মন্ত্রীদের আচরণবিধি পর্যবেক্ষণকারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীন উপদেষ্টা লাউরি ম্যাগনাসকে পাঠানো চিঠিতে টিউলিপ লিখেছেন, বিগত দিনগুলোতে তার ও তার পরিবারের আর্থিক বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সাবেক সরকারের সম্পর্ক নিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক প্রতিবেদন আসছে। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, তিনি

৭-এর পাতায় দেখুন

পাঁচ মাসে আর্থিক স্থিতিশীলতায় খুব বেশি খুশি নয় বাংলাদেশ ব্যাংক : মুখপাত্র শিখা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত পাঁচ মাসের আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনে খুব বেশি খুশি নয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ভালো দিক হলো, এরই মধ্যে আর্থিক ক্ষতি কেটে গেছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা। তিনি বলেছেন, গত পাঁচ মাসে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠন, ব্যাংকিং টাস্কফোর্স গঠন, ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ অন্য বিষয়গুলোতে বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এসব উদ্যোগের মাধ্যমে কিছু সুফল পাওয়া গেছে। কিছু ফলাফল আসতে আরও সময় লাগবে। তিনি বলেন, আর্থিক খাতে এখনো পুরোপুরি স্থিতিশীলতা ফেরেনি। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক খুব বেশি খুশি নয়। তবে আর্থিক ভীতি কেটে গেছে। এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টা ৫ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল চীনে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ১। চার দিনের মাথায় ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো বাংলাদেশ। প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পে দেশে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল চীনের জিজাং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে (তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল)। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। ভূমিকম্পটি বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, ভারত, ভুটান ও চীনে অনুভূত হয়েছে। এর আগে গত ৩ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকা-সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

রাজধানীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গ্রেপ্তার ৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাত পৌনে ১২টার দিকে হাজারীবাগের সেকশন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় হাজারীবাগ থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো মো. সাগর ওরফে বুলেট (২০), মো. রবিউল সানি (২০), মো. বাপ্পী (২৫), জীবন ওরফে হৃদয় (২১), মো. আকাশ ওরফে রানা (২৮), মো. ইমন হোসেন (২২) ও মো. মারুফ (২৮)। তাদের কাছ থেকে দুটি ধারালো ছুরি, দুটি সুইচ গিয়ার, দুটি দা ও একটি হাতুড়ি জব্দ করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপির জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত সোমবার রাতে গোপন সংবাদে জানা যায়, হাজারীবাগ থানার সেকশন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে কিছু

৭-এর পাতায় দেখুন

ডিএসইতে সূচক কমলেও সিএসইতে বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতন হলেও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বেড়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন বাড়লেও সিএসইতে কমেছে। ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৮.০৬ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৯০ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২.৬৯ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৫৮ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১০.৮৭ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯২২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৬২টি কোম্পানির, কমেছে ১৬৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৩টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪২৭ কোটি ৫৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৬২ কোটি ৬৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১৯.০১ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৮২৭ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৩৬.৮০ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৫০২ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৩.০৩ পয়েন্ট কমে ৯৩৩ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৩৮.৭৭ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৯৭৯ পয়েন্টে অবস্থান

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে সেনা অভিযানে গ্রেপ্তার ১২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগ (গাবতলী-সদরঘাট রোড) এবং মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। গতকাল মঙ্গলবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ছিনতাই ও ডাকাতির ক্রমবর্ধমান অভিযোগের ভিত্তিতে হাজারীবাগ (গাবতলী-সদরঘাট রোড) এবং মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড কর্তৃক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গ্রেপ্তারদের অধিকাংশই ইতোপূর্বে হত্যা ও অস্ত্র মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে তালিকাভুক্ত আসামি। গ্রেপ্তারদের কাছ থেকে দেশীয় তৈরি ধারালো অস্ত্র, চাপাতি, বিভিন্ন সময়ে ছিনতাইকৃত মোবাইল

৭-এর পাতায় দেখুন

অলাভজনক ও অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাতিলের উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিগত সরকারের গৃহীত অপ্রয়োজনীয় বিপুলসংখ্যক প্রকল্প বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় ৪০টি প্রকল্প বাতিল অথবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাতিলের পাশাপাশি স্থগিত রাখার প্রস্তাব করা হবে। তাছাড়া বাতিল অথবা স্থগিতের তালিকায় প্রকল্পের সংখ্যা আরো বাড়বে। পরিকল্পনা উপদেষ্টা ইতিপূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নেয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের তালিকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওই ধরনের প্রকল্পের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিগত সরকারের সময় নেয়া অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলো তিন দিক বিবেচনা করে বাতিল করা হচ্ছে। তার মধ্যে প্রকল্পটি কতোটা মানুষের প্রয়োজনে নেয়া হয়েছে, প্রকল্প থেকে রিটার্ন কেমন আসবে এবং প্রকল্পটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিনা। তবে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেয়া প্রকল্পগুলো বাতিল হবে। আসন্ন একনেক সভায় মোট ১৫টি প্রকল্প উপস্থাপন করা হবে। এর মধ্যে আটটি অনুমোদনের জন্য, ছয়টি প্রকল্প অবহিত করার জন্য এবং একটি প্রকল্প বাতিলের জন্য। সূত্র জানায়, বিগত সরকারের নেয়া প্রকল্পের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও মন্ত্রী-এমপিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্পই বেশি। ওসব অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বর্তমান সরকার। বাতিল হতে যাচ্ছে মৌলভীবাজারে সাবেক পরিবেশমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের বন ধ্বংস করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক তৈরির প্রকল্প। তাছাড়া আরো কয়েকটি প্রকল্প বাতিলের বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গত বছরের নভেম্বরে একনেকে অনুমোদন দেয়া হয়। যদিও লাঠিটিলা বনটি সংরক্ষিত হওয়ায় পরিবেশবাদীরা সেখানে সাফারি পার্ক স্থাপনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তি উপেক্ষা করে সাফারি পার্ক স্থাপনের জন্য নেয়া প্রকল্প একনেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পরিবেশবাদীদের দাবি ছিল, বনের মধ্যে এ ধরনের সাফারি পার্ক নির্মিত হলে তা প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য আত্মঘাতী হবে। গত বছর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ভেঙে পাহাড় ও গাছ কেটে তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী নিজের নির্বাচনী এলাকায় বন ধ্বংসের এমন উদ্যোগ নেয়া হয়। পরিবেশবাদীদের আপত্তি উপেক্ষা করে প্রকল্পটি অনুমোদন দেয় সরকার। তবে সরকার পরিবর্তনের পর পাল্টে যায় পরিস্থিতি। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বর্তমান সরকার। সেজন্য গঠন করা হয় চার সদস্যের একটি কমিটি। আর ওই কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাঠিটিলায় সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক স্থাপন প্রকল্পের অনুমোদন বাতিলের সুপারিশ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে অনুমোদিত প্রকল্পটি

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মীরহাজিরবাগ এলাকার রাস্তা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৪০) এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত সোমবার দিনগত রাত ৩টার দিকে মীরহাজিরবাগ তামিরুল মিল্লাত কাম

এইচএমপিভি ভাইরাস, দেশে দুই

বলছে, চলতি মৌসুমে দেশটিতে ঠান্ডাজনিত সংক্রমণ ছাড়িয়েছে সাত লাখেরও বেশি মানুষ। চীনে প্রতিনিয়ত এইচএমপিভি প্রকট হয়ে উঠলেও এখন পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা দেশটির সরকার সতর্কতা জারি করেনি। যেভাবে ভাইরাসটি ছড়াচ্ছে, তাতে করে যেকোনো সময়ে দেশটিতে জরুরি অবস্থা জারি হতে পারে বলেও দাবি করছে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশে এইচএমপিভি ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের বিষয়ে জনস্বাস্থ্যবিদ এবং চিকিৎসকের বলছেন, বাংলাদেশে প্রায় দুই যুগ আগে থেকেই সদ্য আলোচিত এইচএমপিভি ভাইরাস রয়েছে। এইচএমপিভি ভাইরাস একটি সাধারণ নৈমিত্তিক রোগ। তাই এটা নিয়ে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সংক্রমণ যেন ব্যাপক হারে বাড়তে না পারে, সেজন্য সচেতন থাকতে হবে। এইচএমপিভি ভাইরাস প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, এইচএমপিভি ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশে ২০০০-২০০১ সালে প্রথম এইচএমপিভি ভাইরাস শনাক্ত হয়। আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ডব্লিউ এ ব্রুক্সের নেতৃত্বে ইউএসএর ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের অর্থায়নে আইসিডিডিআরবির সহযোগিতায় ঢাকার কমলাপুরে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। সেখানে ১৩ বছরের কম শ্বাসতন্ত্রীয় রোগীর দেহে ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ এইচএমপিভি ভাইরাস পাওয়া যায়। ২০১৪-২০১৬ সালে আরেকটি গবেষণায় ঢাকায় এই ভাইরাস শনাক্ত হয়। আমাদের ধারণা প্রতি বছরই শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসটির ভূমিকা রয়েছে। এই দেশে এইচএমপিভি ভাইরাস একটি সাধারণ নৈমিত্তিক রোগ। এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর ন্যূনতম কোনো কারণ নেই। এইচএমপিভি ভাইরাস বিষয়ে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের উপদেষ্টা ড. মুশতাক হোসেন বলেন, এইচএমপিভি ভাইরাস প্রথম ২০০১ সালে শনাক্ত হয়। তখন বিজ্ঞানীরা স্যাম্পল পরীক্ষা করে দেখে আমাদের দেশেও এই ভাইরাস আছে। এই ভাইরাসে জ্বর সর্দি কাশি হয়। কিন্তু এটা যে কোভিডের মতো, সেটা ঠিক না। কোভিড একেবারে নতুন একটি ভাইরাস ছিল। এটা মেটা নিউমো ভাইরাস, এটা নিউমোনিয়ার মতো হতে পারে কিন্তু নিউমোনিয়া না। রোগীর অবস্থা খারাপ হলে নিউমোনিয়া হতে পারে। এটা আমাদের দেশে আগে থেকেই আছে। তিনি আরও বলেন, ভাইরাসটি যদি খুব দ্রুত ছড়ায়, তাহলে নিজেকে পরিবর্তন করে খারাপ রূপ ধারণ করতেও পারে, আবার দুর্বল হয়ে চলে যেতে পারে। এই জন্যেই সংক্রমণ যত কমানো যায় তত ভালো। সংক্রামক ব্যাধি যত লিমিটেড রাখা যায়, ততই ঝুঁকি কম। এই ভাইরাস আমাদের জন্য তেমন কোনো উদ্বেগের বিষয় না। প্রতিরোধে করণীয় : বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকেরা বলছেন, করোনা মোকাবিলায় যেসব সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল, একই পদক্ষেপে এই ভাইরাসও প্রতিরোধ করা সম্ভব। মাস্ক পড়া, সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়া, অপরিষ্কার হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার মধ্য দিয়ে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত

বিষয়ে অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, পুলিশ বাহিনীকে পুনর্গঠন ছাড়া এই ইমেজ সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাদের মতে, পুলিশ সংস্কার শুধু বাহিনীর কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং এটি হতে হবে মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমে। পুলিশ সংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম জরুরি হলো, রাজনৈতিক প্রভাব দূর করা। পুলিশকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে। ক্ষমতাসীনদের প্রভাব থেকে বাহিনীকে মুক্ত রাখা হলে তারা পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। পুলিশের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো এমন হতে হবে, যেখানে বাহিনীর অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তগুলো কোনো রাজনৈতিক চাপে না পড়ে। একইসাথে, অসাধু পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে একটি শক্তিশালী মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। এই বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং মানসিকতার উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া জনগণের প্রতি পুলিশ বাহিনীর আচরণ হতে হবে সদয় এবং পেশাদার। এতে করে জনগণ আবার পুলিশকে নিজেদের রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে দেখতে শুরু করবে। রাজনৈতি পটপরিবর্তনের পর এখন পুলিশ বাহিনীর সংস্কার না হলে ফলাফল হবে মারাত্মক। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দুর্নীতি, দমন-পীড়ন এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও গভীর হবে। এর ফলে জনগণের ক্ষোভ বাড়বে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় আকারের সহিংসতার আশঙ্কা থাকবে। এ ছাড়া পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা এখন সময়ের দাবি। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে পুলিশ পেশাদারত্ব দেখাতে সক্ষম হবে। এজন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। পুলিশ সংস্কার ছাড়া গণতন্ত্র ও সুশাসনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বাংলানিউজকে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশ যেভাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে, লাশের স্তূপ করেছেড়এসব ঘটনায় জনমনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, যার কারণে পুলিশ এখন জনগণের মুখোমুখি। জনগণ ধরেই নিয়েছে, পেশাদারত্ব নয়, কোনো পক্ষের হয়ে কাজ করে পুলিশ। তিনি বলেন, পুলিশের এই নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে অজানা আতঙ্ক ও আস্থার অভাব দেখা দেওয়ায় মাঠ পর্যায়ে সেভাবে কাজ করতে পারছে না বাহিনীটি। পাশাপাশি অনেক পুলিশ সদস্য কাজে যোগদান করেননি বিচারের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে কোনো অপরাধ ঘটলে পুলিশ সেখানে গেলে বাজে মন্তব্যের শিকার হচ্ছে এবং কাজে বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া থানাগুলোও আগের মতো অবস্থায় নেই। এসব ঠিক হয়ে অপরাধ দমনে পুলিশের শক্তিশালী অবস্থানে ফিরতে আরও সময় লাগবে। সবশেষ বলতে চাই, পুলিশ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এত বড় সংকটের মুখোমুখি হয়নি, এজন্য পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে দাবি উঠেছে। যদি পুলিশ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে চলতে পারে তাহলে দেশের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের বিষয়ে সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মুহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হয়। পাশাপাশি পুলিশও মনোবল সংকটে পড়ে। কারণ, আন্দোলনের সময় কিছু কর্মকর্তার নির্দেশ পালনে মাঠে নামতে পুলিশ বাধ্য হয়। অনেক থানায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, অনেক গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, হাজার হাজার অস্ত্র লুট করা হয়, বেশ কয়েকজন পুলিশকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়ড়সব মিলিয়ে পুলিশে আগের মনোবল ফিরতে সময় লাগবে। তবে পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে পারলে পুলিশ সংস্কার হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করবে। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশের উন্নতি ঘটছে। নতুন নেতৃত্বে যারা আসছেন তাদের ওপর অনেকটা নির্ভর করে পুলিশ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারবে কি না। পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে রাখা না গেলে এ বাহিনীর সংস্কার কার্যক্রম স্থায়ী হবে না বলে মনে করেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশন) নেছার উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের একটা অংশ। তারপরও আমরা এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন। কারণ পুলিশের সেবা ছাড়া কারো চলে না। পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক বলেন, আমরা চাই পুলিশ সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হয়ে পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করবে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সচিবালয় গেটে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

শিক্ষার্থী। অপেক্ষারত সেসব শিক্ষার্থীরাই পুলিশের সাথে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে পুলিশ দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলিও ছোড়ে।

হাজারের কম যাত্রী থাকলে সরাসরি

বিষয়ে সম্মতি দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে গত ৪ জানুয়ারি ইসলামি ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকাররম অডিটরিয়ামে হজ পরিচালনাকারী এজেন্সি মালিক ও পরিচালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে ধর্ম মন্ত্রণালয়। এ সভায় হজ এজেন্সি মালিকদের পক্ষ থেকে হজযাত্রীর কোটা কমানোর বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করা হয়। বিষয়টি অবহিত করার জন্য গত সোমবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ধর্ম উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টাকে ২০২৫ সালের হজ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন ধর্ম উপদেষ্টা। তিনি হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টা সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হজ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে নির্দেশনা দেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া ও ধর্ম সচিব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামানিক উপস্থিত ছিলেন।

গুজব ছড়ানো গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত

। তার দায়িত্ব আর্থিক বাজারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এদিকে টিউলিপের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মোটেই বিচলিত নন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার। তার ভাষ্য অনুযায়ী, এখনও টিউল্পের ওপর আস্থা রয়েছে তার। এ ব্যাপারে স্টারমারের অফিসিয়াল মুখপাত্র বলেছেন, টিউলিপের ওপর প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ আস্থা রেখেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে দুর্নীতিবিরোধী সমস্যাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব তার (টিউলিপ সিদ্দিক) ওপরই ন্যস্ত থাকছে।

দীর্ঘ ৭ বছর পর মায়ের দেখা

জানাবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আর সফরের মধ্যে দিয়ে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দীর্ঘ ৭ বছর পর দেখা হতে যাচ্ছে মা খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সর্বশেষ ২০১৭ সালের ১৫ জুলাই লন্ডন যান খালেদা জিয়া। ওই সময় সেখানে একটি ঈদও উদযাপন করেন তিনি। সেইবার খালেদা জিয়াকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাসায় নিয়ে যান তারেক রহমান। তার সেই সফরে লন্ডনের মরফিল্ড আই হাসপাতালে খালেদা জিয়ার চোখের অপারেশন করানো হয়েছিল। খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, খালেদা জিয়াকে লন্ডন বিমানবন্দরে রিসিভ করতে আসবেন বড় ছেলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী এবং লন্ডন বিএনপির নেতারা। বিমানবন্দর থেকে খালেদা জিয়াকে সরাসরি লন্ডন ক্লিনিক হাসপাতালে নেওয়া হবে। সেখানে তার চিকিৎসা চলবে।

মোবাইলে কথা বলা ও ইন্টারনেট

বলে জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকার রিচার্জ বা ইন্টারনেট খরচের বিপরীতে গ্রাহককে কর হিসেবে ৩৯ টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ গ্রাহক ব্যবহার করতে পারেন ৬১ টাকা। নতুন করে কর কার্যকর হলে প্রতি ১০০ টাকায় কর বাবদ কেটে রাখা হবে ৪২ টাকা, আর ব্যবহারযোগ্য টাকা কমে দাঁড়াবে ৫৮ টাকায়। এতে বছরে অন্তত ১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব পাবে সরকার। এছাড়াও মোবাইল ইন্টারনেট সেবা ব্যতীত আরও ৪৩টি ক্যাটাগরিতে পণ্য ও সেবায় (হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিমান ভ্রমণ এবং তামাকজাত পণ্য) ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি বাড়াতে পারে। এদিকে শুল্ক বাড়ানোর উদ্যোগ এমন সময় নেয়া হচ্ছে যখন দেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কমছে। বিটিআরসির সবশেষ তথ্যমতে, গেল অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বরে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কমেছে প্রায় ৪০ লাখ। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে মুঠোফোনে কথা বলার ওপর প্রথমবারের মতো ৩ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল।

বেশি সংস্কার না চাইলে ডিসেম্বরের

রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত সংস্কারে গঠিত ৬ কমিশন ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দেবে এবং সবার সাথে আলোচনা করেই এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শফিকুল আলম বলেন, লুটপাট-দুর্নীতি ও জুলাই-আগস্টে গণহত্যায় জড়িতদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। 'মাইনাস টু ফর্মুলা' নিয়ে সরকার ভাবছে না।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তীব্র গ্যাস

বাড়তি বিড়ম্বনা। নাজমার মতো ভোগান্তির শিকার রাজধানীর খিলগাঁও, বনশ্রী, রামপুরা, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, যাত্রাবাড়ী, মহাখালী, উত্তরাসহ বেশির ভাগ এলাকার মানুষ। শুধু বাসা-বাড়িতেই নয়। গ্যাস সংকটের কারণে পাম্পগুলোতেও চাপ কম। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার হচ্ছে পাম্পগুলোতে। ভাটা পড়েছে উপার্জনে। তিতাস কর্তৃপক্ষে বলছে, এলএনজি টার্মিনাল মেরামতের কারণে গ্যাস সরবরাহ কমে আসায় কিছু এলাকায় সংকট তীব্র হয়েছে। এ ছাড়াও শীতকালে গ্যাসের চাপ একটু কম থাকে। দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উৎপাদন না বাড়ালে ভবিষ্যতে গ্যাস সংকট আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জুলাই বিপ্লব নিয়ে চলচ্চিত্র

শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে ঢাকার ও এর বাইরের আগ্রহী তরুণ জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ তৈরি করা এবং তাদের কর্মদক্ষতা তৈরি ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। দুই, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে সরাসরি কাজে লাগানোর জন্য ঐ প্রশিক্ষকদের সাথেই চলচ্চিত্র নির্মাণে অংশগ্রহণ করা। সুমন বলেন, এ কর্মশালা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য কোনো ছক বেঁধে দেওয়া হয়নি। এতে করে শিল্পীরা তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ প্রযোগ ঘটাতে সমর্থ হবেন এবং শৈল্পিক, রাজনীতিমনস্ক, বৈপ্লবিক এবং তারুণ্যমন্ডিত শিল্পভাষা তৈরি করতে আরও স্বচ্ছন্দ হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে যে দীর্ঘ দুঃসময় আর রক্তস্নাত জুলাই বিপ্লব পার হয়ে বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীনভাবে নিশ্বাস ফেলছে, তার একটি শৈল্পিক ভাষ্য এসব চলচ্চিত্রে দেখতে পাবো বলে আমরা আশা করি। আমরা মনে করি, এসব কর্মশালা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া ঢাকার বাইরের একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে এই শিল্পপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করবে এবং এই বিপ্লবোত্তর সময়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতির একটি নতুন ভাষ্যের সন্ধান দেবে। প্রতিটি বিভাগে কর্মশালার জন্য একটি গুগল ফর্ম তৈরি করা হবে, সেটার মাধ্যমে আবেদনকারীদের আবেদন করতে বলা হবে। নির্দিষ্ট বিভাগের পরিচালকরা প্রার্থীদের নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন সুমন রহমান। এ সময় সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, এ চলচ্চিত্র পরিচালকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তিনি ৫০টা কাজ করেছিল কি না, এটার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তিনি একটা কাজ করেছে কি না, যেটাকে আমি উল্লেখ করতে পারি। আমরা দেখার চেষ্টা করেছি তাদের মধ্যে আগুনটা আছে কি না। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, এই আটজনই জানেন তাদের দিকে বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে। তারা যে কাজটি করবেন, সেই কাজের দিকেই সবাই তাকিয়ে আছেন। তারা এটার ওজন জানেন এবং তারা সেটা রক্ষা করবেন। তারা কি নির্মাণ করবেন, সে বিষয়ে আমরা তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। এটা যাতে আর একটা সরকারি কাজ হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। আমরা চাই এ আটটি ছবি এনগেইজিং হোক। আমরা চাই এই ছবিগুলো আগামী দিনের চলচ্চিত্রের পথ দেখাবে। সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই তাদের গল্পের মধ্যে থাকবে। তিনি বলেন, এই চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার সম্পূর্ণ আর্থিক সহযোগিতা দেবে। এ ক্ষেত্রে কত খরচ হবে সেটি পরিচালক এবং সার্চ কমিটি মিলে ঠিক করবে। আগামী জুনের মধ্যে এ চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে।

জুনের শেষ সপ্তাহে এইচএসসি

সরকার পতনের পর ১১ সেপ্টেম্বর থেকে বাকি পরীক্ষাগুলো নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও সেগুলো না দেয়ার দাবিতে আন্দোলন করেন পরীক্ষার্থীরা। পরে তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার নম্বর বিবেচনায় নিয়ে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে ১৫ অক্টোবর ফল প্রকাশ করা হয়।

ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন উদ্বোধন

অপরাধের বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রতি যে প্রত্যাশা রাখেন প্রধান বিচারপতিও ঠিক অনুরূপ প্রত্যাশা রাখেন। নতুন রূপে সজ্জিত হওয়া ভবনটি ১৯০৫ সালে 'গভর্নর হাউজ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি পাকিস্তান আমল থেকে 'ঢাকা হাইকোর্ট' হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিলো। ২০১০ সালে শুরু হওয়া একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের পুরো বিচার কাজ সম্পন্ন হয় এই ভবনে। তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর ব্যবহার কমে আসে ভবনটির। তবে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় শেখ হাসিনা সরকারের সময় ট্রাইব্যুনালটি পাশের টিনশেড স্থাপনায় স্থানান্তর করা হয়। জানা যায়, পূর্ত মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন পুরাকীর্তি সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কাছে ভবনটি 'ব্যবহার অনুপযোগী' ও 'পরিত্যক্ত' ঘোষণা করে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার আগেই জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে পতন হয় আওয়ামী ফ্যাসিজমের। গত ১৪ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মধ্যদিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম। ট্রাইব্যুনালের পুরাতন ঐতিহাসিক এ ভবনের সংস্কার কাজ চলমান থাকায় আপাতত ভবন সংলগ্ন অস্থায়ী টিনশেড ঘরেই চলছিল ট্রাইব্যুনালে বিচারিক কার্যক্রম। এর আগে সংস্কার কাজ শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবন যে নান্দনিক রূপে দেখা যাবে তার ছবি প্রকাশ করে ফেসবুকে পোস্ট দেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটির এই সংস্কার কাজ গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করেছে। সংস্কার কাজ মনিটরিংয়ে কয়েক দফা সরেজমিন পরিদর্শন করেছিলেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

কবে নাগাদ সব শিক্ষার্থী পাঠ্যবই

ছিল, সেগুলো সব উদ্ধার করার পরও দেখা গেল যে দেশের ভিতর আপাতত কিছু ঘাটতি আছে। (আর্ট পেপার নিয়ে) বিদেশ থেকে জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। কবে নাগাদ সব শিক্ষার্থী বই পাবে জানতে চাইলে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, কবে নাগাদ সবাই সব বই পাবে এটা আমি জানি না।

পুলিশে চাকরি পাচ্ছেন আন্দোলনে

থেকে বড় সমস্যা ছিল মানিলন্ডারিং। মানিলন্ডারিং নিয়ে আমি সিআইডি প্রধানকে সব থেকে বেশি নির্দেশনা দিয়েছি। আমি সিআইডি প্রধানকে বলেছি যেন দ্রুত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরির ঘটনার প্রতিবেদন দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ করে লাভ নেই। আমি একটা রিপোর্ট চাই, কারা কারা মানিলন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত, সেটা আমি সিআইডিকে বলেছি। যদি তদন্তের নামে দুই থেকে তিন বছর চলে যায় তাহলে তো এটার কোনো কার্যকারিতা থাকে না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ট্রাফিকের একটা সমস্যা রয়ে গেছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আমরা এক হাজার ছাত্রকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত ৪০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমরা আরও একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম যে, বিভিন্ন বাহিনী থেকে যারা অবসরে গেছেন তাদের নিয়োগ দিয়ে ট্রাফিক শৃঙ্খলায় নিয়োজিত করতে। তবে অবসরপ্রাপ্তরা এ বিষয়ে রেসপন্স খুব কম দিয়েছেন। আমি ভেবেছিলাম তারা অনেকে আসতে চাইবে, কিন্তু ওই রকম সংখ্যা আমরা পাইনি। তবে আমরা আপাতত ৫০-৬০ জনের মতো পেয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম অন্তত ৫০০ জন দিয়ে শুরু করি। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সঙ্গে ট্রাফিকিংয়ের বিষয়টা কেমন হবে প্রশ্ন করা হলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তারা যেন পড়াশোনা ঠিক রাখতে পারে সেজন্য তাদের আমরা সময়টা কম দিয়েছি। তারা যেন পড়াশোনাও করতে পারে এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণেও কাজ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করেছি। তাদের একটা সম্মানিও দেওয়া হচ্ছে। তারা রাস্তায় ২-৩ ঘণ্টা কাজ করবে।

বৈষম্যবিরোধীদের সঙ্গে অন্য ছাত্র

কারণেই বাকিদের সঙ্গে ফাঁক বেড়েছে বলে ধারণা করছেন ছাত্র নেতারা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ চালু করার আলোচনা শুরুর পরই ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে বিভাজন স্পষ্ট হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসুর নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিতে থাকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জানুয়ারির শেষ অথবা ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে ডাকসু নির্বাচন করতে ইচ্ছুক। এ সময়সীমা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই ইসলামী ছাত্রশিবিরের। ডাকসুর যে সব সংস্কার প্রয়োজন, সেগুলো এই সময়ের মধ্যেই করা সম্ভব বলে মনে করছে তারা। কিন্তু ছাত্রদলের অভিমত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দ্রুত নির্বাচন করতে চাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ডাকসুকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রশিবিরের এ মতভেদ জন্ম দিয়েছে নতুন তর্কের। তিন ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছাত্রপ্রতিনিধি হিসেবে শুধু সমন্বয়কদের বৈঠকের পর ছাত্র নেতাদের ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছে। যার ফলে ৪ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের ডাকা সভা বয়কট করে ছাত্রদল, ছাত্র ফেডারেশন, ফ্রন্টসহ মূলধারার ছাত্র সংগঠনগুলো। এরপর গত পাঁচ ডিসেম্বর কাঁটাবনে সভা করে ছাত্রদল, যেখানে আমন্ত্রণ পায়নি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ইসলামী ছাত্রশিবির। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছাত্রদলের ওই সভায় শিবিরের 'গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের' সমালোচনা করেন অনেক নেতা। আবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নেতাকর্মীর 'স্বেচ্ছাচারিতা' প্রসঙ্গ তুলে ওই সভায় সমালোচনা করা হয়। এরপর বিরোধের বিষয়টি আরো সামনে আসে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের বক্তব্যে। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, তাদের নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করেছি। তাদের সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও শিবিরকে কেন ডাকা হয়নি- এ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিজেদের রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন মনে করে না। তাই তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়নি। আর শিবিরের ব্যাপারে অনেকের আপত্তি থাকায় দাওয়াত দেওয়া হয়নি তাদেরকেও। ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিক্ততার মধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে আরেক সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের দ্বন্দ্বও। পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা কড়া বার্তা দিয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহকে। ইয়ামিন বলেছেন, হাসনাত জানেন যে, আন্দোলন কে চালিয়েছে? কিন্তু মিডিয়াতে হাইলাইটস হয়েছে ত

ডিএসইতে সূচক কমলেও

করছে। সিএসইতে ২০৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১১৯টি কোম্পানির, কমেছে ৬১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৬টির। দিনশেষে সিএসইতে ৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

পাঁচ মাসে আর্থিক স্থিতিশীলতায় খুব

চলতি ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে কী পরিমাণ টাকা কোন দেশে পাচার হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট জানা যাবে। পাচারের টাকা ফেরত আনা একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হলেও নির্ধারিত সংস্থাগুলো বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। নিরাপত্তার স্বার্থেই তারা এ বিষয়গুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন না। মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা একাধিকবার নীতি সুদহার বাড়িয়েছি। জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে বলে আশা করছি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না এলে আবারও হয়তো নীতি সুদহার বাড়ানো হতে পারে। তবে সুদহার বাড়ানোর বিষয়টিতে ব্যবসায়ীরা খুশি নন। ব্যাংক ঋণের জন্য তাদের অতিরিক্ত সুদ গুনতে হয়। আবার বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ধীরগতি নেমে আসে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি অন্য সংস্থাগুলোর আরও কাজ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ কমার জন্য শুধু সুদহার এককভাবে দায়ী নয়। এটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জ্বালানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক প্রচেষ্টায় মূল্যস্ফীতি পুরোপুরিভাবে কমানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তলানিতে নেমেছে। গত নভেম্বর শেষে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধি গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বেনামি ও জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কমে আসে এবং দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত ও পর্যদে পরিবর্তন হয়েছে এমন ১১টি ব্যাংকের নতুন ঋণ প্রদান বন্ধ থাকায় এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এসব ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের টাকার চাহিদা মেটাতেই এখন হিমশিম খাচ্ছে। বেসরকারি ঋণের চাহিদা কমে আসায় অনেক ব্যাংক সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। এতে ঋণের চেয়ে বেশি মুনাফা মিলছে সেখানে। ঋণ দিলে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি থাকলেও বিল ও বন্ডে মুনাফা নিশ্চিত হয়। এর ফলে সদ্য বিদায়ী ২০২৪ সালের কিছু ব্যাংকের পরিচালন মুনাফায় অনেক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে বেসরকারি খাতের ঋণে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ হয়েছিল, যা ২০২১ সালের মে মাসের পর সর্বনিম্ন। ২০২১ সালের মে মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত নভেম্বরে অর্জিত প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে জুলাই-ডিসেম্বরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯ দশমিক ৮ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা রয়েছে।

রাজধানীতে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

সম্ভব হয়নি। তার পরনে ছিল কালো শার্ট, কোর্ট ও গ্যাবার্ডিন চেক প্যান্ট।

অলাভজনক ও অগুরুত্বপূর্ণ

বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় পরিকল্পনা কমিশন। তবে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হলেও তখন বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। শর্ত প্রতিপালন করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সংশোধন করে পুনর্গঠন করে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি বাতিলের সুপারিশ করে। সে অনুযায়ী প্রকল্প বাতিলের পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং বাতিলের জন্য একনেক সভায় প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু ওই প্রকল্পই নয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিবেচনায় নেয়া অলাভজনক ও অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাতিল করতে যাচ্ছে সরকার। সেগুলো বাতিলের পাশাপাশি অর্থায়ন স্থগিত অথবা ব্যয় কাটছাঁট করা হবে। সূত্র আরো জানায়, বাতিলের অপেক্ষায় থাকা প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে সুনামগঞ্জের সঙ্গে নেত্রকোনার সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে হাওরে উড়ালসড়ক নির্মাণ। সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের আগ্রহে নেয়া এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় তিন হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের এক সভায় প্রকল্পটি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, হাওরে উড়ালসড়ক নির্মিত হলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাছাা়া ফরিদপুর টেপাখোলা পার্ক স্থাপন প্রকল্পটিও বাতিল হচ্ছে। সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী থাকার সময় নিজ নির্বাচনী এলাকায় পার্কটি নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ২০১৮ সালে নেয়া প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয় ১৮০ কোটি টাকা। যদিও প্রকল্পটির কাজ এখনো শুরু হয়নি। এর অর্থায়নও স্থগিত হচ্ছে। সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী এলাকার জন্য মেহেরপুরে মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মাণের প্রকল্পটি বাতিল হচ্ছে। তাছাড়া নেত্রকোনায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, যশোরে শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, খুলনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের জন্য ছয়টি ছাদ খোলা ট্যুরিস্ট বাস সংগ্রহ প্রকল্প স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ওই প্রকল্পগুলোর মধ্যে যেগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেগুলোর সময় না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাস্তবায়নে মেয়াদ থাকলেও কিছু প্রকল্প স্থগিত করা হচ্ছে। ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে আফতাবনগর হয়ে দাশেরকান্দি পর্যন্ত মেট্রো রেলের সাউদার্ন রুট প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৫) আপাতত বাদ রাখছে সরকার। এর বদলে সরকার গাবতলী থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো রেল (লাইন-২) নির্মাণে জোর দিচ্ছে। এদিকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রকল্পগুলো মাঝপথে বাতিল করা হচ্ছে। কারণ জনগণের প্রকৃত চাহিদা এবং বাস্তবায়নে সরকারের সক্ষমতা মূল্যায়ন না করেই এসব প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

রাজধানীতে সেনা অভিযানে গ্রেপ্তার

ফোন, এটিএম কার্ড ও অবৈধ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তারদের হাজারীবাগ ও মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

১৫২ কর্মকর্তাকে বেতনের টাকা

অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়। এ বিষয়ে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

রাজধানীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে

দুষ্কৃতকারী ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরে থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনী সেখানে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়। অভিযানকালে পালানোর সময় সাত জনকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় অজ্ঞাত চার-পাঁচ জন দৌড়ে পালিয়ে যায়। গ্রেপ্তার সাত জনসহ অজ্ঞাত চার-পাঁচ জনের বিরুদ্ধে হাজারীবাগ থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। পুলিশের এই কর্মকর্তা জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ও ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর যোগসাজশে হাজারীবাগ, মোহাম্মদপুর এলাকাসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাই ও ডাকাতি করে আসছিল। তাদের মধ্যে সাগর, রবিউল, বাপ্পী ও আকাশের বিরুদ্ধে ডিএমপির বিভিন্ন থানায় ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি, মাদক, হত্যা চেষ্টা, মারামারিসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

সব সংস্কারেরই কিছু যন্ত্রণা

ঋণনির্ভরতা বেশি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়েরও বড় সমস্যা রয়েছে। সেইসঙ্গে দলগতভাবে দেশের কল্যাণে কাজ করার উদ্যোগেরও ঘাটতি আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির মধ্যে সমন্বয় বা যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। শেয়ারবাজারের স্বার্থে এই যোগাযোগ ও সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি দলগতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাজারসংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। শেয়ারবাজারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ডিএসইসহ শেয়ারবাজারসংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ভারতের শেয়ারবাজারে দেশটির প্রবাসীদের বড় ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে। আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও অনেকের বিনিয়োগের সামর্থ্য রয়েছে। তাদের বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আর এজন্য বাজারকে আকর্ষণীয় করতে হবে। অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, '=শেয়ারবাজারে সূচক বাড়লেই সবাই খুশি হন। কিন্তু বাজার যখন বেশি ওপরের দিকে যায়, তখন একটু সতর্ক হতে হবে। অনেক সময় নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভুল নীতির কারণেও শেয়ারবাজারে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ব্যাংকগুলো বাজারে বেশি বিনিয়োগ করায় বাজার অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিল। এরপর হঠাৎ ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগ কমিয়ে আনার নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তাতে বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। এ সময় বিএসইসির কমিশনার, শীর্ষ কর্মকর্তাসহ ডিএসইর পরিচালক ও ব্রোকারেজ হাউসের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ

কোনও ভুল করেননি। তবু, কোনও আচরণবিধি ভঙ্গ বা অন্যায় তিনি করেছেন কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হোক। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইকোনমিক সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। লেবার পার্টির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে ট্রেজারি চ্যান্সেলর রগ্যাচেল রিভসের নেতৃত্বে চীনে সফরে যাচ্ছেন না টিউলিপ। এর বদলে তিনি ব্রিটেনে অবস্থান করে তদন্তে সহযোগিতা করবেন। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা ব্যক্তিরা তাকে ব্রিটেনে দামি ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছেন- গত কয়েকদিন ধরে সংবাদমাধ্যমে টিউলিপের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আসছে। এর মধ্যে রয়েছে কিংস ক্রসের কাছে একটি ফ্ল্যাট ও হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ি। তারই ধারাবাহিকতায় কর্তৃপক্ষের কাছে এই অনুরোধ জানালেন তিনি। দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, লন্ডনের কিংস ক্রস এলাকার কাছে টিউলিপের মালিকানায় থাকা ফ্ল্যাটটি ২০০৪ সালে বিনা মূল্যে দিয়েছিলেন আবদুল মোতালিফ নামের একজন আবাসন ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল তার। পরে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আরেক সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমসের খবরে বলা হয়, লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড এলাকায় টিউলিপের বোনকে বিনা মূল্যে একটি ফ্ল্যাট দিয়েছিলেন মঈন গনি নামের এক আইনজীবী। এতসব অভিযোগের পরেও প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের আস্থার জায়গায় আছেন টিউলিপ। গত সোমবার তিনি বলেছেন, সব সন্দেহ নিরসনে স্বাধীন উপদেষ্টাদের কাছে তদন্তের আহ্বান জানিয়ে ঠিক কাজটিই করেছেন টিউলিপ। তার প্রতি আমার আস্থা আছে। এখন নিয়ম মেনে তদন্তকাজ পরিচালিত হবে।

বিএসইসি-আইসিবির চেয়ারম্যানের

ডিএসইর সামনে দাঁড়িয়ে দাবি পেশ করেন বিনিয়োগকারীরা। মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টর অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়ক নুরুল ইসলাম মানিক। মানববন্ধনে বিনিয়োগকারীরা বলেন, "পুঁজিবাজারে দরপতন অব্যাহত আছে। এ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন বিনিয়োগকারীদের একটাই দাবিড়বিএসইসির চেয়ারম্যানের পদত্যাগ। বিএসইসির নতুন চেয়ারম্যান অযোগ্য। তাকে দিয়ে এ পুঁজিবাজারে ভালো কিছু আশা করা যায় না। তার প্রতি বিনিয়োগকারীদের কোনো আস্থা নেই। আমাদের টাকা ও মান-সম্মান গেছে। পুঁজিবাজারে ধারাবাহিক দরপতনের ফলে প্রতিদিন বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ফোর্সড সেল করা হচ্ছে। এতে প্রতিদিনই কোনো না কোনো বিনিয়োগকারী নিঃস্ব হচ্ছেন। দুই মাসে টানা দরপতনের ফলে আমাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের ৭০ শতাংশ কমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদেরকে বাঁচাতে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।" এদিকে, মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় দেশের পুঁজিবাজারে চলমান সংকট নিরসনে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

আমাদের প্রত্যাশা দুঃস্বপ্নের

কাউসার, নাগরিকের নেতা জিল্লুর চৌধুরী দীপু, মঞ্জুর কাদির, মোস্তফা ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির স্থানীয় সভাপতির নেতৃত্বে নাগরিক ঐক্যের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও কার্যালয় ভাঙচুরের প্রতিবাদে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান মান্না গাজীপুরের নাগরিক ঐক্য অফিসে বিএনপির স্থানীয় নেতকর্মীর হামলার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "এই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করতে যাওয়া হয়। দুঃখের বিষয়, পুলিশ মামলা নিতে রাজি হয়নি। এমনকি এই ঘটনা বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের কাছে জানানোর জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি।"তিনি বলেন, "নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এখনো নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। তবে এভাবে রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে হামলা এবং নেতাদের ওপর আক্রমণ করা নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।"মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, "বিএনপির সঙ্গে আমরা যুগপৎ আন্দোলন করেছি। স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে আমাদের অনেক নেতাকর্মী আহত-নিহত হয়েছে, জেল খেটেছে। আমরা যারা যুগপৎ আন্দোলন করেছি, নাগরিক ঐক্য সহসেই সব দলের নেতাকর্মীরা বিএনপির হাতে আহত হবে, বিএনপি দ্বারা দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর হবে তা কাম্য নয়।" তিনি বলেন, "আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরেনি। তবে ঐক্য আরও শক্তিশালী করা উচিত।" তিনি আরও বলেন, "নাগরিক ঐক্য এমন কোনো কার্যক্রম করেনি যে বিএনপি নেতাকর্মীরা হামলা করবে। হামলা করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি না। হামলাকারীরা তিনটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে। নেতাকর্মীদের করেছে রক্তাক্ত। প্রত্যেকের মাথায় আঘাত করেছে।" মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, "রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতার লড়াই। সেজন্য হামলা কেন। এ রকম সমস্যা দেশের বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে। বিষয়টি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রশাসন কেন মামলা নেবে না সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।"

জনগণের ভোটের আকাঙ্ক্ষা পূরণে

আগে জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে সংস্কার কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল। আজকে এই সরকারও (অন্তর্বর্তী সরকার) সংস্কারের কথা বলছে। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ছোট্ট বন্ধুরা, শিক্ষার্থীরাও সংস্কারের কথা বলছে। আমরা সেই সংস্কারের জন্যই একত্রে, এক মিছিলে, এক কাতারে শামিল হতে চাই। যেখানে ইসলামপন্থী দলগুলো থাকবে। আবার অন্য ধর্মের মানুষরাও থাকবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারাই সেখানে থাকবে। এখানে বিভাজন করার কোনো সুযোগ নেই।' বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশ্য করে যুবদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, 'আমরা আপনাদেরকে সম্মান করি। আমরা আপনাদের অবদানকে স্বীকার করি। একই সঙ্গে বলি যারা অভিজ্ঞ, যারা দেশ পরিচালনা করেছে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও সহায়তা নেন। ধর্মের নামে, সংখ্যালঘুদের নামে ৫০টি সংগঠন আগে থেকেই বাংলাদেশে ছিল। নতুন করে আরও ১৩ টি প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়েছে। ধর্ম নিয়ে হানাহানি, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কেনো! বেশি প্রয়োজন হচ্ছে যার যার ধর্ম সুন্দরভাবে এবং স্বাধীনভাবে পালন করা। দেশের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দিকে মনযোগ দেয়া। আমরা আশা করি সেই প্রয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে বিএনপি আপনাদের সঙ্গে সবসময় থাকবে। বিএনপি চেয়াপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে ৭১ সালে যারা পাকিস্তানকে অখন্ড রাখতে চেয়েছিল, তাদের রাজনীতি ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা সেই ভুলের মাশুল এখনো দিচ্ছে।' তৃণমূল নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি মফিজুর রহমান লিটনের সভাপতিত্বে কৃষক দলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নাঈমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সাবেক এমপি হারুনুর রশিদ। আরও বক্তব্য রাখেন তাতীদলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক কাজী মনিরুজ্জামান মনির, মৎস্যজীবী দলের ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কৃষকদলের কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশ পিপলস পার্টির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বিলকিস খন্দকার, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম প্রমুখ।

ফেলানী হত্যায় ভারত ও শেখ হাসিনা

গিয়েছিল। অথচ, শেখ হাসিনার বুক কাঁপেনি। বিএসএফ অথবা ভারত সরকার অনুশোচনা বোধ করেনি। এরকম বন্ধু আমাদের প্রয়োজন নাই। ভারত সরকারকে বুঝতে হবে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ তাদের গোলাম হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নয়। আমরা শেখ হাসিনার গদি উল্টে দিয়েছি এবং ভারতের গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করেছি। আপনাদের দাদাগিরি আর চলবে না। বিক্ষোভ মিছিলে আরও অংশগ্রহণ নেন জাগপার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, প্রেসিডিয়াম মেম্বার আসাদুর রহমান খান, শ্রমিক জাগপার সভাপতি আসাদুজ্জামান বাবুল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রওশন আলম, যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলু, জাগপা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জীবন আহমেদ অভি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চন্দ্র সরকার, যুব জাগপা নেতা মনোয়ার হোসেন, পাবেল আহমেদ, ছাত্রনেতা রিয়াজুল ইসলাম, মো. নাজমুল হোসেন সোহেল প্রমুখ।

সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চায়

উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন। যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। জাতীয় নাগরিক কমিটি জানায়, রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে। রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং জরুরি অবস্থা বিষয়ে উচ্চকক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সভায় পাস হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না। প্রস্তাবনায় বলা হয়, কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন।

লক্ষ্মীপুরে দোকানের খুঁটিতে লেখা 'সমন্বয়ক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও'

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে দোকানের খুঁটিতে লিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সদর উপজেলার টুমচর ইউনিয়নের শিমুলতলী বাজার গিয়ে দেখা যায়, দোকানের খুটিতে লেখা রয়েছে 'সমন্বয়ক মৃত্যু প্রস্তুত হও'। জানা যায়, ওই এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আমির হামজা ও লক্ষ্মীপুরের সমন্বয়ক মো. পারভেজের বাড়ি। এ ঘটনার পর থেকে পরিবারের লোকজন ও এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেয়ালে 'জয় বাংলা, হাসিনা আসবে, মুজিববাদ, ছাত্রলীগ আসবে' এমন লেখাও দেখা গেছে। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক বায়েজিদ হোসেনের গ্রামের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে মোটরসাইকেলে মহড়া দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ছাত্র প্রতিনিধি মো. পারভেজ বলেন, দুদিন আগে রাতের আঁধারে আমাদের এলাকাজুড়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ বিভিন্ন দেয়ালে নানা কিছু লিখেছে। এর মধ্যে এক জায়গায় আমাদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে আমরা শঙ্কায় রয়েছি। বায়েজিদ হোসেন বলেন, গত দুদিন আমি বাড়ি ছিলাম না। রাতের আঁধারে কারা নাকি বাড়ির সামনে এসে ঘুরে যায়। গত সোমবার রাতে একটি মোটরসাইকেলে করে তিনজন আমার ঘরের সামনে আসে। আমি বের হতেই তারা পালিয়ে যায়। উভয় ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরির প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তারা। ছাত্র সমন্বয়ক আরমান হোসেন বলেন, দুটি ঘটনাই আমাদের জন্য হুমকির। এর আগেও বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লক্ষ্মীপুর সদর থানার ওসি আবদুল মোন্নাফ বলেন, আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। গোপনে কিছু দেয়াল লিখন হয়েছে। আমাদের টিম কাজ করছে। যারা এগুলো লিখেছে, তদন্ত করে দ্রুত তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বক্ষব্যাধি হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাজ্জাদের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুন্সী সাজ্জাদ হোসেন এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামীয় ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের (ফ্রিজ) আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন (গালিব) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন। এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর উপপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা রতন কুমার দাশ এই আবেদন করেন। দুদকের পক্ষে মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। দুদকের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিচালক আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আবেদন তিনি উল্লেখ করেন, আসামি মুন্সী সাজ্জাদ হোসেন দুর্নীতি দমন কমিশনের আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামির নামে ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ব্যাংক হিসাব ও সঞ্চয়পত্রগুলোর লেনদেন অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ট্রেনের ধাক্কায় মাইক্রোবাস পুকুরে, নিহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে ট্রেন ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ফরিদপুর সদরের গেরদা এলাকায় রাজবাড়ী-ভাঙ্গা রেল সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা যান। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বাকি দুই জন প্রাণ হারান। ওই মাইক্রোবাসে চালকসহ মোট ৯ জন ছিলেন বলে জানা গেছে। গেরদা থেকে একটি সড়ক রেল পথ অতিক্রম করে মুন্সিবাজার এলাকায় মিলেছে। ওই সড়কে একটি রেল ক্রসিং আছে। কিন্তু এটি অনুমোদিত কোনও রেল ক্রসিং নয় বলে রেল ব

সম্পাদকীয়

বৃক্ষরোপণে জোর দিতে হবে

বৃক্ষের ছায়াতলেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তাই বৃক্ষ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এককথায় বৃক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাসহ নৈসর্গিক শোভাবর্ধনে বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশের দূষণ রোধ ও বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে গাছ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখে থাকে। অথচ নগরায়ণ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন আর যন্ত্র-প্রযুক্তির মোহে অযাচিতভাবে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। উজাড় হচ্ছে বন। ফলে দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বাড়ছে উষ্ণায়ন আর মানবসভ্যতা পড়ছে হুমকির মুখে। আমরা জানি, একটা দেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সে তুলনায় বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ হলো ১৩ শতাংশ; যদিও সরকারের দাবি ১৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও নগরায়ণের কারণে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। প্রকৃতির উপর আমরা কত অত্যাচার করেছি। এক-একটা প্রোজেক্টের জন্য শ'য়ে শ'য়ে গাছ কেটে ফেলছি। গাছের চারদিকে কংক্রিটের বেড়া দিচ্ছি। একটা মানুষের দুটো পা বেঁধে দিলে তিনি হালকা ঠেলা দিলেই উল্টে পড়ে যাবেন। গাছের ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। এ বার অন্তত সব কিছু যেন পরিকল্পনামাফিক হয়।' জীবন ও জগতে খাদ্য বা শক্তির জোগানদাতা উদ্ভিদ নিজেই তার খাদ্য তৈরি করতে পারে, যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব। প্রতিটি প্রাণীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এক কথায় বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবীতে জীবজগৎ অকল্পনীয় বা অবাস্তব হয়ে দাঁড়াবে। বৃক্ষ বাতাস থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করে। অপরদিকে বাতাসে অক্সিজেন যোগ করে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত বজায় রাখে। উদ্ভিদ দূষণ রোধ করে বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখে; বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। উদ্ভিদের অভাবে উর্বর, উৎপাদনশীল মাটি ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য দরকার বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাত ঘটাতে গাছপালার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। পরিবেশ রক্ষায় শুধু গ্রাম নয়, শহরের মানুষকেও নিতে হবে বিশেষ ভূমিকা। যাঁদের বাড়ির ছাদে পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে তাঁরা সেখানে বিভিন্ন জাতের ফলের গাছ লাগাতে পারেন। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের মতো সামাজিক আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে। শুধু জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান বা বৃক্ষমেলার সময় নয়, নিজ নিজ উদ্যোগে প্রত্যেক সচেতন মানুষকে সময়-সুযোগ বুঝে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে হতে হবে বৃক্ষপ্রেমিক।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি

নিত্যপণ্যের দাম কমছে না। ফলে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির লাগামও টেনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। খাদ্য মূল্যস্ফীতি আবার ১৪ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। টানা আট মাস ধরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে আছে। বাজারে জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বমুখী দামের কারণে গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষ বড় ধরনের ভোগান্তিতে পড়েছেন। শীতের শুরুতে বাজারে শাকসবজির সরবরাহ বাড়লেও দাম তেমন কমছে না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপও কাজ করছে না বলেই অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলায় জেলায় ১০ সদস্যের বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে চালানো হচ্ছে অভিযান। ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে অভিযানে যুক্ত হচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও। নজরদারির পাশাপাশি কৃষিপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো বাজারে সবজি বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিত্যপণ্যের মূল্যহ্রাসে পেঁয়াজ, চাল, তেল, চিনি, আলু ও ডিমের মতো পণ্য আমদানিতে শুল্কছাড়ের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভোক্তা পর্যায়ে এসব উদ্যোগের দৃশ্যমান সুফল মেলেনি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, গত বছর এ সময়ে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এবার হয়েছে ১৪ শতাংশের কাছাকাছি। ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে গেছে। তবে অতীতের খাদ্য মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রশ্নবিদ্ধ। দেশে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে যে, রাজনৈতিক সুবিধা পেতে আগে মূল্যস্ফীতি কম দেখানো হতো। অর্থনীতি নিয়ে প্রকাশিত শ্বেতপত্র প্রতিবেদনে বিবিএস পরিসংখ্যানে কারসাজি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু বিবিএসের প্রকাশ করা পরিসংখ্যানে মূল্যস্ফীতি অনেক কম দেখানো হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মূল্যস্ফীতির প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে, গত নভেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। এটি গত সাড়ে ১৩ বছরের মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশে উঠেছে। অর্থাৎ গত বছরের নভেম্বরে ১০০ টাকায় যে পণ্য ও সেবা কেনা গেছে, চলতি বছরের নভেম্বরে একই পরিমাণ পণ্য ও সেবা কিনতে ভোক্তাকে ১১১ টাকা ৩৮ পয়সা খরচ করতে হয়েছে। সারাদেশের ৬৪টি জেলার ১৫৪টি হাটবাজার থেকে সাড়ে সাতশ' পণ্য ও সেবার মূল্যের ওপরে নির্ধারিত সময়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করে থাকে বিবিএস।

মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য বিশেষজ্ঞরা যেসব পরামর্শ দিচ্ছেন, তার ভেতর রয়েছে মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনার তদারকি– এই তিনের সমন্বয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও উন্নতি করতে হবে। দেশের মানুষ আশা করছে যে, আগামী বছরের প্রথমদিকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে আসবে।

বিদ্যুৎ খাতে সাশ্রয়

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অন্যান্য উন্নয়ন খাতের মতো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতেও ব্যাপক লুটপাট, অনিয়ম, দুর্নীতি হয়েছে। এ বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সেক্ষেত্রে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সর্বত্র সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতেও সংস্কার জরুরি ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ খাতে মূল সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বছরে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা (১২০ কোটি ডলার) সাশ্রয় হতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই পরিমাণ অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসেবে ব্যয় করে থাকে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকনোমিক্স অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল এনালাইসিসের এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য। এতে বলা হয়েছে, শিল্প খাতে যে পরিমাণ বিদ্যুতের চাহিদা আছে তার অর্ধেক বর্তমানে ক্যাপটিভ জেনারেটরের (নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন অবকাঠামো) মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সেগুলো জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা যায়। এছাড়া ৩ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি যোগ করা যেতে পারে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তুলনায় লোডশেডিং ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণে ক্ষতি ৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এসব পদক্ষেপ নিলে সাশ্রয় হতে পারে ১৪ হাজার কোটি টাকা। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখতে সরকার ১ লাখ ২৬ হাজার ৭শ' কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

গবেষণা সংস্থাটির হিসাব অনুসারে, ২০৩০ সালে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা হবে ২৫ হাজার ৮৩৪ মেগাওয়াট। জীবাশ্ম বা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নতুন বিনিয়োগ বন্ধ রাখা, মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেলচালিত কেন্দ্রের ব্যবহার ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা এবং ৪৫০০ মেগাওয়াট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে রাখা হলে ২০৩০ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা হবে ৩৫ হাজার ২৩৯ মেগাওয়াট। এ উৎপাদন সে বছরের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা ২৫ হাজার ৮৩৪ পূরণে সহায়ক হবে। এর ফলে সার্বিকভাবে অর্থের সাশ্রয় হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে।

দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। কৃষি নির্ভরতা থেকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে শিল্পের দিকে। শিল্প-কলকারখানার চাকা সচল রাখে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর প্রায় ৫৫ শতাংশ নির্ভরশীল। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয় ১০ শতাংশ এবং তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসে ৩২ শতাংশ। এসবই মূলত আমদানিনির্ভর। বাংলাদেশের জলবায়ু রক্ষার্থে ও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর চাপ কমাতে এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি অন্যতম ভরসা বলে জানিয়েছে গবেষণা সংস্থা ব্লুমবার্গএনইএফ। সংস্থাটি বলছে, দেশের জ্বালানি খাতে আশার আলো হয়ে দেখা দিতে পারে সৌরবিদ্যুৎ। যা এই দশকের শেষ নাগাদ কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় হবে অনেক সস্তা ও অফুরন্ত উৎস। এ ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, আমাদের বিদেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করতে হবে না উচ্চমূল্যে। একইসঙ্গে পরিবেশ দূষণও কমানো যাবে।

রোহিঙ্গা ইস্যু: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নীরব ক্যান্সার

এস এম আশরাফ বিন রব

২০১৮ সালে জাতিসংঘের ৭৩ তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী ১.১ মিলিয়ন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ চলছে ১৯৬৭ সাল থেকে; ২০১৬ সাল পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন-ই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থান করছে, বাকি সব মিশে গেছে আমাদের বিভিন্ন লোকালয়ে। সবমিলিয়ে বর্তমানে রোহিঙ্গার মোট সংখ্যা চৌদ্দ লাখ ছুঁই-ছুঁই কিংবা ছাড়িয়েছে। তাছাড়া, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ক্রমাগত চলছেই, যেমনটি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন- "২০২৪ সালের জুন-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে আট হাজারের মতো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে"। বর্তমানে পুরোনো ও নূতন মিলিয়ে উখিয়া ও টেকনাফের ৩৩ টি আশ্রয়শিবিরে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা বারো লাখের বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের বেকারত্বের সংখ্যা প্রায় ২৫ লা ৯০ হাজার! অতি ঘনবসতিপূর্ণ বিশাল জনসংখ্যার এই দেশ এমনিতেই ভুগছে বেকারত্বের অভিশাপে, তার ওপর শত বিলিয়ন ডলার ঋণের চাপে নাজেহাল ভঙ্গুর অর্থনীতির এ দেশে অন্য সংস্কৃতি থেকে আসা লক্ষ-লক্ষ রোহিঙ্গা; এ যেন আমাদের জন্য 'মরার উপর খাঁড়ার ঘাঁ'! রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি: গত আট বছরে অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে উখিয়া-টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গারা নিজেদের মধ্যে নানা গ্রুপ, উপ-গ্রুপে বিভক্ত হয়ে হত্যা, ধর্ষণ, মানব পাচার, অপহরণ, মারামারি, চুরি, ডাকাতি, মাদক ব্যবসার মতো অপরাধে জড়িয়েছে। মূলত মাদক-বাণিজ্য ও এর টাকা ভাগাভাগিতে প্রাধান্য বিস্তার-ই এসকল অপরাধ জন্ম দিচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িতে চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং অপহরণের পর মুক্তিপন আদায়ও চলছে হর-হামেশা। রোহিঙ্গা-সৃষ্ট অস্ত্র ও মাদক কারবারে সয়লাব পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ। রোহিঙ্গাদের এসকল অপরামূলক কার্যে কোনঠাসা ও আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা; এ যেন নিজেদের ঘরেই পরদেশী স্থানীয়রা! শুধু তাই নয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ ও র‍্যাবের ওপর অতর্কিত হামলা সহ ছোট-বড় ৫৬ বার গোলাগুলির মতো আপরাধ সংঘটিত করেছে। ২০১৭ সালের আগস্ট হতে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত আট বছরে মোট ৩ হাজার ৮৭৪টি মামলায় আসামি হয়েছে ৮ হাজার ৬৮৯ রোহিঙ্গা; যার মধ্যে ৬৪ শতাংশ মাদক মামলা যার সংখ্যা ২৪৭৯টি, হত্যা মামলা ২৩৩টি, অস্ত্র মামলা ৪০৯টি, ধর্ষণ মামলা ১০৭, অপহরণ ১০৪, ফরেনার্স ট্যাক্ট ৪২, মানব পাচার মামলা হয়েছে ৩৮টি, ডাকাতি ৬২টি, বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৭৬টি এবং অন্যান্য মামলা হয়েছে ৩১৪টি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির কুতুপালংসহ উখিয়া-টেকনাফের অন্যান্য শিবিরগুলো এখন অপরাধের প্রতিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্য! বৈদেশিক সহায়তা হ্রাস ঔ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আবাস্থল নির্মাণে উজাড় হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার একর সংরক্ষিত বনভূমি; ফলে জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী ৩৯৭ কোটি ১৮ লাখ ৩৭ হাজার ৩৯৩ টাকার সমপরিমাণ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘসময়ে শরণার্থীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিদেশি সাহায্য কমে আসায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বছরে রোহিঙ্গা খাতে গড়ে সরকারের ব্যয় প্রায় ১২০ কোটি টাকা; যা আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট প্রতিবন্ধক। ২০১৭ সালে ৩৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়ে পাওয়া গিয়েছিলো ৩১৪.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ২০১৮ সালে ৯৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়ে পাওয়া গিয়েছিলো ৬৮৮.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ২০১৯ সালে ৯২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়ে পাওয়া গিয়েছিলো ৬৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ২০২০ সালে ১০৫৮ মিলিয়ন ডলার চেয়ে পাওয়া গেছে ৬৮৪ মিলিয়ন ডলার; ২০২১ সালে ৯৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়ে পাওয়া গেছে ৬৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ২০২২ সালে ৮৮১ মিলিয়ন ডলার সহায়তা চায়ে পাওয়া গেছে ৬০৫ মিলিয়ন মার্কি ডলার; এবং ২০২৩ সালে ৯২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়ে পাওয়া গিয়েছিলো ৪৩২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এথেকে সহজেই বোঝা যায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে বৈদেশিক অনুদান ক্রমান্বয়ে কমছে, বাংলাদেশের হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যায় হচ্ছে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায়। বিশাল অঙ্কের এ চাহিদা মেটাতে বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত বাংলাদেশকে আরো বশি বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। ১০০ বিলিয়ন ডলারের ঋণে জর্জরিত বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতি বছর কোটি-কোটি ডলার ব্যয় বিরাট অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বভৌমত্বের হুমকি: সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির লালসার একটি ভিডিও নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইতে দেখছি। এটা কি শুধুই লালসা নাকি রূপ নিতে পারে পরিকল্পনায়, এখনই সময় ভেবে দেখার। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকাসমূহে বাংলাদেশিরা ইতোমধ্যে সংখ্যালঘুর তকমা ও চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাছাড়া, রোহিঙ্গা সম্প্রদায় অতীব নিপীড়নের শিকার হলেও তাদের খুব-একটা নিষ্পাপ কিংবা দরবেশ ভাবার কোন সুযোগ নেই; অস্ত্র ও মাদক বাণিজ্য তাদের অনেকেরই পেশা। বাংলাদেশের মরণনেশা ইয়াবার সরবরাহকারী কিন্তু এই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতি পিস ইয়াবা পাওয়া যায় ২০-২৫ টাকায়! প্রতিবেশি দেশ ভারত চট্টগ্রামের শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অপার পর্যটন সম্ভাবনা, বিশাল সমুদ্রসীমার লালসা ও নিজেদেল রাষ্টের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এই বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে উস্কে চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্নের মাস্টারপ্ল্যান করলে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। আর চট্টগ্রাম বেহাত মানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ, শিল্প উৎপাদনের ৪০ শতাংশ এবং কর রাজস্বের ৫০ শতাংশ নেই, বিশ্বের সবচেয়ের বড় সমুদ্র সৈকত নেই, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমান ঘাঁটি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্যারিসন এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বৃহত্তম ঘাঁটি নেই! তাছাড়া চট্টগ্রাম হাতছাড়া মানে বঙ্গোপসাগরের বিশাল সীমানা হারাবে বাংলাদেশ। তাই চট্টগ্রামে রোহিঙ্গা শিবিরে এবং এর আশপাশে প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গা যোদ্ধা এবং তাদের অস্ত্রের উত্থান ও বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ হতে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার মাস্টারপ্ল্যান করতেই পারে ভারত; কারণ, এতে বাংলাদেশের যত ক্ষতি ভারতের লাভ তার চেয়ে বেশি! তাছাড়া, এটা ভুললেও চলবেনা যে, আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন মিয়ানমার বাহিনীর নিশ্বাস সর্বদাই অনুভূত হয় বাংলাদেশের ঘাড়ে। ভূ-রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে বাংলাদেশ: রোহিঙ্গা প্রত্যার্বনে মিয়ানমারের পক্ষে চীনের নির্লজ্জ অবস্থান ও ভারতের সদিচ্ছার অভাব এবং জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের অকার্যকরতার কারণ বুঝতে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিবেশী দেশসমূহের আন্তদেশিয় সম্পর্ক বুঝতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মিয়ানমার, চীন ও ভারত উভয়ের সাথে স্থলসীমা সংযুক্ত। দীর্ঘ সময়ের সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক দলসমূহের ক্রোন্দলে উত্তাল মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাণিজ্যে একক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে চীন। চীনের এই প্রভাবে মিয়ানমারের আস্থা ধরে রাখতেই জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের স্বার্থে ভ্যাটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে চীন। অন্যদিকে, মিয়ানমারের রাজনীতিতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও বাণিজ্যে ঠিকই সুবিধা লুফে নিচ্ছে ভারত। তাছাড়া, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সেভেন সিস্টার্স' নামে খ্যাত অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী দমন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় মিয়ানমারের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা ভারতের জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায়, রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভূ-রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে বাংলাদেশ।

ক. চীন-মিয়ানমার সম্পর্ক: ১৯৪৯ সালে বার্মা প্রথম অ-কমিউনিস্ট দেশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ১৯৫০ সালের ৮ জুন, মাও সেতুং আনুষ্ঠানিকভাবে বার্মা ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর পর হতে নানান করণে মিয়ানমার-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি-অবনতি ঘটলেও ১৯৮৮ সালে গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভের সহিংস দমন-পীড়নের ফলে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ও পশ্চিমা চাপে কোণঠাসা মিয়ানমার চীনের সাথে গভীর কূটনৈতিক ও ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রায় তিন দশক অটুট সম্পর্কের চীন নির্ভর মিয়ানমার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের সাথে কৌশলগত, বাণিজ্যিক ও সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাপানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে অত্যাধিক চীন নির্ভরতা কমানোর প্রয়াস ঘটায়। কিন্তু, চীন-মিয়ানমার সম্পর্ক এতটাই উষ্ণ যে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একের পর এক ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে অটুট থাকে পক্ষপাৎদুষ্ট চীন। তাছাড়া, ২০২১ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টাও ঠেকিয়ে দিয়েছে চীন। এ থেকে মিয়ানমারের সাথে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের দৃঢ়তা সহজেই অনুমানযোগ্য। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চীন এবং মায়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়িয়েছে। যেখানে মিয়ানমারে চীনের রপ্তানি সাধারণত তেল, ইস্পাত এবং টেক্সটাইল পণ্য, অন্যদিকে চীনে মিয়ানমারের রপ্তানি পণ্য প্রাকৃতিক রাবার, কাঁচা কাঠসহ প্রাকৃতিক খনিজ। খ. চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু পূর্বে ১৯৬২ সালে -ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের মিত্রে পরিণত হয় চীন। ফলশ্রুতিতে, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান কে সমর্থন করে চীন এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ পেতে চীন ভেটো দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর শাসনামলে চীনের সাথে সামরিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন; তবে রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের আমলে বেইজিং-ঢাকা সম্পের্কের পূর্ণতা পায়। এর পর হতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি না ঘটলেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল একমুখী। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার চীন হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৮.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের পণ্য আমদানির বিপরীতে চীনে রপ্তানি হয় ৬৭৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। সংক্ষেপে বলা যায়, এক সময়ের বৈরী মনোভাবাপন্ন চীনের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো হলেও এতোটা মজবুত নয় যে চীন মিয়ানমারের স্বার্থ বিরোধী ন্যায় কার্যে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে; অন্যদিকে বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্য সম্পর্কে একচেটিয়া লাভবান হচ্ছে চীন। গ. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: আমাদের স্থলভাগের তিন দিকের প্রায় সবটাই পরিবেষ্টিত প্রতিবেশি দেশ ভারতে সাথে আমাদের স্বাধীনতা পর হতেই দেশটির সাথে কৃতজ্ঞতার কূটনীতি রক্ষা করছে বাংলাদেশ। দেশটির সাথে যেমন রয়েছে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক, তেমনি রয়েছে কৃতজ্ঞতার কূটনীতিক সম্পর্ক, যেখানে লাভ কেবল এক পক্ষই ভোগ করেন। ভারতীয় সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যা, ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তা চুক্তি, তিন বিঘা করিডোর, শিলিগুড়ি করিডোর, অর্থনৈতিক ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারতীয় সহায়তাসহ আরো কিছু স্থায়ী বিরোধ থাকলেও দেশটির প্রতি ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সহায়তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বন্ধুসূলভ কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে বাংলাদেশ। ভারত যেমনই একদিকে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের লাভ ঘরে তুলছে, তেমনই বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতার কূটনৈতিক সম্পর্কের ফায়দা লুটছে। প্রায় ১৬ বিলিয়ন বার্ষিক বাণিজ্যের সম্পর্কে ভারতের রপ্তানি প্রায় ১৪ বিলিয়নের বিপরীতে বাংলাদেশের রপ্তানি কেবল ২ বিলিয়নের মতো। এ থেকে এটা স্পস্ট যে, ভারতের মতো বৃহত রপ্তানিকারক দেশ একক হাতে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে; অবশ্য এতে ভারতকে দোষারোপ করার কিছু নেই, আমাদের উৎপাদন অক্ষমতা জন্যেই ভারতীয় পণ্য আমদানিতে নির্ভর করতে হয় আমাদের। গত চৌদ্দ বছরে প্রতি বছর গড়ে ১০১২ বাংলাদেশি হত্যা করছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএ

গত ২ বছরে নিহত ৮৯১ ইসরায়েলি সেনা, আত্মহত্যা ৩৮ জনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ২০২৩-২০২৪ সালের যুদ্ধের সময় ৮৯১ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে। একই সময়কালে ৩৮ জন বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আইডিএফ গত বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার জেরুজালেম পোস্টের প্রতিবেদনে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে। জেরুজালেম পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে পাঁচশ ৮৮ জন এবং ২০২৪ সালে ৩৬৩ জন সেনা মারা গেছে। এর মধ্যে ৫১২ জন যুদ্ধ ও অপারেশনে, তিনজন স্থানীয় সন্ত্রাসী হামলায়, ১০ জন প্রাকৃতিক বাধা সমস্যায় এবং ১৭ জন আত্মহত্যা করেছেন। ২০২৪ সালে ৩৬৩ জনের মধ্যে ২৯৫ জন যুদ্ধ ও অপারেশনে, ১১ জন স্থানীয় সন্ত্রাসী হামলায়, ১৩ জন প্রাকৃতিক বাধা সমস্যায় এবং ২১ জন আত্মহত্যা করেছেন। ২০২৩ সালে আত্মহননকারী ১৭ জন সেনার মধ্যে চারজন ছিলেন কর্মকর্তা। বাকিদের মধ্যে নয়জন সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক সেবা দিচ্ছিলেন এবং নয়জন ছিলেন রিজার্ভ সেনা। ২০২৪ সালে নিহতদের মধ্যে দুই কর্মকর্তা, সাত জন বাধ্যতামূলক সেবার কাজে নিয়োজিত এবং ১২ জন রিজার্ভ সেনা ছিলেন ২০২২ সালে ১৪ জন সেনা আত্মহত্যা করেছিলেন এবং তাদের কেউই সংরক্ষিত ছিল না। ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২০ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা কম ছিল। গত ২৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৬ সেনা আত্মহত্যা করেছিলেন ২০০৫ সালে। আইডিএফ বলছে, সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা একটি বড় সমস্যা। যুদ্ধের কারণে রিজার্ভ সেনার সংখ্যা বেড়েছে, ফলে আনুপাতিক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার সংখ্যা। নেতিবাচক প্রবণতা বাড়াতে আইএডিএফ সেনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করছে বলে দাবি করেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা এই যুক্তি নাকচ করেছেন। নিহত ৮৯১ জন ইসরায়েলি সেনার মধ্যে ২০২৪ সালে ৩৯০ জন ও ২০২৩ সালে ৩২৯ জন গাজায় নিহত হন। তাদের মধ্যে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় নিহতরাও অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে লেবাননে ও পশ্চিম তীরেও সেনা হারিয়েছে ইসরায়েল। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যথাক্রমে নয়জন ও ২০ জন সেনা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪৮-১৯৪৯ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এখনও সবচেয়ে খারাপ ছিল, যেখানে প্রায় ৪ হাজার সেনাসহ ৬ হাজার ইসরায়েলির মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ এখনও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, যেখানে প্রায় ২ হাজার ৬৫০ জন সেনার ক্ষতি হয়েছে। যদি বর্তমান যুদ্ধ চলতে থাকে, তাহলে সম্ভবত এই সংখ্যাটি অতিক্রম করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে হামলাকারী শামসুদ্দিন আইএসআইএস দ্বারা অনুপ্রাণিত: এফবিআই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: শামসুদ্দিন বাহার জব্বার একাই যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিয়েন্স শহরে নববর্ষের অনুষ্ঠানে ১৫ জনকে হত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা (এফবিআই)। জব্বার আইএসআইএস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ত্রাসী হামলা করেছে বলেও উল্লেখ করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। গত বৃহস্পতিবার এফবিআই-এর কাউন্টারটেররিজম বিভাগের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার রাইয়া এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'এটি ছিল একটি সন্ত্রাসী কাজ, যা পূর্বপরিকল্পিত। আমাদের বর্তমান মূল্যায়ন অনুযায়ী এই হামলায় অন্য কেউ জড়িত ছিলেন না। এমনকি কোনো সহযোগীও ছিল না। এই কর্মকর্তা জানান, জাব্বার নববর্ষের দিন একটি ভাড়া করা ট্রাকে বার্বন স্ট্রিটে হামলা চালান, এতে অন্তত ১৪ জন নিহত হন। পরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে তিনি নিহত হন। রাইয়া জানান, হামলার আগে জাব্বার আইএসআইএস-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে একাধিক ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। গত গ্রীষ্মের আগেই আইএসআইএস-এ যোগ দিয়েছিল, যদিও তার এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক এখনও স্পষ্ট নয়। মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মানবসম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন শামসুদ-দীন জব্বার।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১০-এর জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন। শামসুদ-দীন আগে দুবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি চুরির ঘটনায় ২০০২ সালের নভেম্বরে তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হলে অল্প জরিমানাও করা হয়েছিল তাঁকে। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন শামসুদ-দীন জব্বার। সেখান থেকে কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমে স্নাতক করেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস জানিয়েছে, শামসুদ-দীন দুবার বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম বিবাহবিচ্ছেদ হয় ২০১২ সালে। ২০১৭ সালে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ২০২২ সালে এ বিয়েও ভেঙে যায়।

রাশিয়ায় আসাদকে বিষ প্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ!

এফএনএস আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে আশ্রয় নেওয়া সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহের রোববার মস্কোর এক নির্জন অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসরত আসাদ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি চিকিৎসা সহায়তা চান। এর প্রায় সাথে সাথেই তার ব্যাপক কাশি শুরু হয় এবং তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে রাশিয়ার সাবেক এক শীর্ষ গুপ্তচর পরিচালিত টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট জেনারেল এসভিআর জানিয়েছে, আসাদের হঠাৎ ব্যাপক কাশি হতে শুরু করে এবং শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকেন। অবস্থার অবনতি হতে থাকলে দ্রুতই তাঁর অ্যাপার্টমেন্টেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। জেনারেল এসভিআর অ্যাকাউন্টে আরো বলা হয়, 'এটি নিছক একটি স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় নয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে হত্যার পরিকল্পনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।' আসাদের শরীরে বিষক্রিয়ার বিষয়টি মেডিকেল পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়েছে বলে দাবি করেছে জেনারেল এসভিআর। তবে এই দাবির পেছনে সরাসরি কোনো উৎস বা সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। আসাদের এই অসুস্থতার বিষয়ে রুশ সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এর আগে, তুরস্কের গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিলড়সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ চান স্ত্রী আসমা। শুধু তাই নয়, বিচ্ছেদের পর তিনি রাশিয়াও ছেড়ে যেতে চান। পরে বিষয়টি নাকচ করে ক্রেমলিন। গত ডিসেম্বরের শুরুতে সিরিয়া থেকে পালিয়ে মস্কোতে আশ্রয় নেন বাশার আল-আসাদ।

ফের পাকিস্তান-আফগানিস্তান উত্তেজনা তুঙ্গে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে ফের পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে তালেবানের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ওই অঞ্চলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল শুক্রবার খামা প্রেসের অনলাইন প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সূত্রের বরাত দিয়ে খামা প্রেস বলছে, খোস্ত প্রদেশের আলি শের এবং জাজিয়া ময়দান জেলায় তালেবান বাহিনী ও পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এসব অঞ্চল বিতর্কিত ডুরান্ড লাইনে অবস্থিত। তবে সর্বশেষ এই সংঘাত নিয়ে উভয় দেশের কোনো কর্মকর্তাই মুখ খুলেনি। এ ছাড়া এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেছে- সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। দেশ দুইটির বাহিনীর মধ্যে ক্রমাগত সংঘাতের ফলে সীমান্তে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশ দুইটির মধ্যে সম্পর্কে তলানির দিকে যাচ্ছে। গত ২৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে অতর্কিত বিমান হামলা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী।

ভেনিজুয়েলায় বিরোধী প্রার্থী উরুতিয়াকে 'ধরতে' পুরস্কার ঘোষণা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভেনিজুয়েলার বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিকোলাস মাদুরোর জয় প্রত্যাখ্যান করে বিরোধী প্রার্থী অ্যাডমান্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়াকে বিজয়ী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। নির্বাসিত এই নেতাকে এবার আটক করতে তার সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে ভেনিজুয়েলা সরকার। গত বৃহস্পতিবার এক লাখ ডলার পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এত দিন স্পেনে নির্বাসিত থাকা এ নেতা এখন আর্জেন্টিনার পথে আছেন বলে জানা গেছে। গত বছরের ২৮ জুলাইয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে পরাজিত করেছেন বলে শুরু থেকেই দাবি করে আসছিলেন গঞ্জালেস উরুতিয়া। পরে গত ১ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন এক বিবৃতিতে বলেন, পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে ভেনিজুয়েলার জনগণের কাছে এটি স্পষ্ট যে অ্যাডমান্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়া সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ২৮ জুলাইয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। এদিকে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের একটি সূত্র এএফপিকে বলেছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উরুতিয়া বুয়েন্স অ্যাইরেসে পৌঁছবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে গঞ্জালেস উরুতিয়া লিখেছেন, 'লাতিন আমেরিকায় আমাদের ভ্রমণ শুরু হলো। প্রথম স্টপেজ : আর্জেন্টিনা।' এক্সে একটি বিবৃতিও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে বলা হয়েছে, আজ শনিবার আর্জেন্টিনার নেতা জেভিয়ার মিলেইর সঙ্গে দেখা করবেন উরুতিয়া। আর্জেন্টিনার প্লাজা দে মায়ো চত্বরে সমবেত হতে ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ১০ জানুয়ারি অনুগত সামরিক বাহিনীর সমর্থনে নতুন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাদুরোর শপথ নেওয়ার কথা। তবে ৭৫ বছর বয়সী উরুতিয়া সংকল্প করেছেন, দেশে ফিরে মাদুরোর জায়গায় তিনিই প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন।

ভেনিজুয়েলার পুলিশ গত বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বল্প পরিচিত সাবেক এই কূটনীতিকের একটি ছবি প্রকাশ করেছে। ছবির নিচে 'ওয়ান্টেড' শব্দটি লেখা আছে। বিচার বিভাগীয় সূত্র এএফপিকে নিশ্চিত করেছে যে ছবিসংবলিত পোস্টারটি সারা দেশের বিমানবন্দর এবং পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে দেখানো হবে। গত জুলাইয়ে ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাদুরো বিজয় দাবি করেন। দেশটির ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর কঠোর দমন-পীড়ন শুরু হলে গত সেপ্টেম্বরে বিরোধীদলীয় প্রার্থী গঞ্জালেজ উরুতিয়া স্পেনে পালিয়ে যান। ভেনেজুয়েলা কর্তৃপক্ষ উরুতিযার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ আনার পর গত ২০ ডিসেম্বর স্পেন তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রয় দেয়।

শারার সঙ্গে দেখা করতে দামেস্কে ফ্রান্স ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সিরিয়ার নতুন শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবার দামেস্কে গেলেন ফ্রান্স ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। গত মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতনের পর সিরিয়ার ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রথম সফর এটি। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক এবং ফ্রান্সের জ্যঁ নোয়েল বারোট গতকাল শুক্রবার দামেস্কে সিরিয়ার ডি-ফ্যাক্টো নেতা আহমেদ আল-শারার সঙ্গে বৈঠক করবেন। পশ্চিমা সরকারগুলো আল-শারার হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে চ্যানেল খুলছে, যারা আল-আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং এর সন্ত্রাসী তকমা অপসারণ করা হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করছে। জার্মানির আনালেনা বেয়ারবক গতকাল শুক্রবার সকালে সিরিয়ার রাজধানীতে অবতরণ করেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জানিয়েছেন, সিরিয়ানদের সেবায় এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ফ্রান্স ও জার্মানি সিরিয়ার জনগণের পাশে রয়েছে। একদিনের সফরের আগেও বেয়ারবক ইইউ এবং সিরিয়ার মধ্যে একটিনতুন রাজনৈতিক সূচনার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, একটি নতুন সূচনা কেবল তখনই ঘটতে পারে, যখন নতুন সিরীয় সমাজ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সকল জনগণ - নারী ও পুরুষ, প্রতিটি জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে স্থান দেবে এবং অধিকার ও সুরক্ষা প্রদান করবে। বেয়ারবক বলেন, জার্মানি হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) সম্পর্কেসংশয় দূর করতে চায় এবং সিরিয়াকেতার ভূখণ্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে একটি কার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে সহায়তা করতে চায়। দুই মন্ত্রী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও জোরপূর্বক গুমের স্থান ওসেদনায়া কারাগার পরিদর্শন করবেন। যা আসাদ পরিবারের কয়েক দশকের দীর্ঘ শাসনের নৃশংসতার প্রতীক। এর আগে সম্প্রতি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান সিরিয়ার ডি ফ্যাক্টো নেতা আহমাদ আল শারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

বিনোদন

নিজেকে কখনো বিবাহিত দেখতে চান না লিও

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মডেল-নায়িকার সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেছে। বর্তমানে ইতালিয়ান এক মডেলের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন ৫০ বছরের লিওনার্দো। 'টাইটানিক'খ্যাত এ অভিনেতা কখনো বিয়ে করত চান না বলে খবর প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গণমাধ্যম পেজ সিক্স। একটি সূত্র পেজ সিক্সকে বলেন, "লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও নিজেকে কখনো বিবাহিত দেখতে চান না।" খানিকটা ব্যাখ্যা করে সূত্রটি বলেন, "লিও বিয়ে করার প্রয়োজন বোধ করেন না।" তবে এরচেয়ে বেশি কারণ ব্যাখ্যা করেননি সূত্রটি। অনেক দিন ধরে গুঞ্জন উড়ছে, ইতালিয়ান মডেল ভিট্টোরিয়া সেরেটির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন লিওনার্দো। ২০২৩ সালের শেষের দিকে ভিট্টোরিয়া ও লিওনার্দোর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের একটি ভিডিও অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের সম্পর্কের খবরটি 'সত্য' বলে জানিয়েছে সূত্রটি। ২৩ বছরের ছোট ভিট্টোরিয়া সেরেটির সঙ্গে সম্পর্কে থাকলেও বিয়ে করবেন না লিও। সূত্রটি বলেন, "তাদের মধ্যে যা আছে তাই নিয়েই তারা খুশি। ভিট্টোরিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন লিও। কিন্তু নিজেকে তার স্বামী হিসেবে দেখতে নয়।" এ বিষয়ে কথা বলতে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং ভেট্টোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে পেজ সিক্স। তবে তারা বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি বলেও এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এর আগে মডেল ভিট্টোরিয়া সেরেটি ডিজে মাত্তেও মিলেরিকে বিয়ে করেছিলেন। ২০২৩ সালে এ সংসার ভেঙে যায়। সংসার ভাঙার এক মাস পর কান চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচয় হয় লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ও ভিট্টোরিয়ার। ২০২২ সালের শেষের দিকে মার্কিন অভিনেত্রী ভিক্টোরিয়া লামাসের সঙ্গে নাম জড়ায় লিওনার্দোর। এ নিয়ে আলোচনায় উঠে আসেন এই অভিনেতা। একই বছরের শুরুতে প্রেমের সম্পর্কের কারণে খবরের শিরোনাম হন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং আর্জেন্টাইন মডেল-অভিনেত্রী ক্যামিলা মরোন। ওই সময়ে সেন্ট বার্থেলেমির গুস্তাভিয়া সিটিতে দেখা যায় তাদের। পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় বন্দি হন এই জুটি। প্রকাশিত ছবিতে প্রেমিকার সঙ্গে লিওনার্দোকে রোমান্সে মত্ত দেখা যায়।

এবার দেবের সাথে পর্দা শেয়ার করবেন তাসনিয়া ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা দেবের ঝুলির গত বছরের গল্প মানেই ব্লকবাস্টার 'খাদান'। তারপর নতুন বছরের শুরুতে রঘু ডাকাত-এর মুক্তির সময়ও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে এখনও আরও এক নতুন গল্প বলা বাকি। যে গল্পে উড়বে প্রজাপতি। রঘু ডাকাতের পাশাপাশি নতুন আরও এক ছবির ঘোষণা করলেন দেব। পরিচালক ও প্রযোজককে সঙ্গে নিয়ে দেব জানিয়ে দিলেন নতুন বছরেই আসছে 'প্রজাপতি ২'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে এ ঘোষণা দেন দেব। আর ক্যাপশনে লিখেছেন, 'চব্বিশের না বলা গল্প, বলা হবে পঁচিশে।' এবারের শীতে অতনু রায় চৌধুরী, দেব, অভিজিৎ সেনের ছবি প্রতীক্ষা। সেই ছবির নাম পরিবর্তন করে 'প্রজাপতি ২' রাখা হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আগের ছবির সিক্যুয়েল এটি। সেই অনুযায়ী দেবের বাবার চরিত্রে আবারও মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখা যাবে। তবে আর কে থাকছে ছবিতে তা নিয়ে টিমের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আগস্ট মাসে দেব ও মিঠুন চক্রবর্তীর এই ছবির ঘোষণা করা হয়। ছবিতে অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।

গত বছরের নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখ ছবির শুটিং শুরু হতে পারে। তবে এবার লন্ডনে এই সময়ে অসেক ঠান্ডা। সেই কারণেই ছবির শুটিং পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে দেব-মিঠুনের ছবির শুটিং শুরু হবে। 'প্রজাপতি' সিনেমাতে বাবা ও ছেলের চরিত্রে দেব-মিঠুনের অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। আবার পরিচালক অভিজিৎ সেনও বরাবর সম্পর্কের সূক্ষ্ণ দিকগুলো ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেন। এবারও তেমনই গল্পের প্রত্যাশায় দর্শকরা।

আল্লু অর্জুনের পাশে দাঁড়ালেন বনি কাপুর

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের সমর্থনে মুখ খুললেন বলিউড পরিচালক বনি কাপুর। সন্ধ্যা প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে গিয়ে ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান এ অভিনেতা। ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছে আল্লু অর্জুনের ছবি 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'। মুক্তির আগে থেকেই ছবি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল আগ্রহ। গত ৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের সন্ধ্যা প্রেক্ষাগৃহে এই ছবির বিশেষ প্রদর্শনের ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক নারীর। তার আট বছরের ছেলেও গুরুতর জখম হয়। এ ঘটনায় সরাসরি গাফিলতির অভিযোগ ওঠে আল্লু অর্জুনের বিরুদ্ধে। ১৩ ডিসেম্বর এ অভিনেতাকে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। তবে পর দিনই অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে যান এ দক্ষিণী অভিনেতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে কথা বলেন পরিচালক বনি কাপুর। তিনি বলেন, একবার দেখেছিলাম রাত ১টায় অজিতের ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষ এসেছিলেন। ছবি দেখে বেরিয়েছিলাম ভোর ৪টায়। তখনো তারা ছিলেন। আমি শুনেছি-রজনীকান্ত, চিরঞ্জীবী অথবা আজকের তারকা যেমন জুনিয়র এনটিআর, রামচরণ ও মহেশ বাবুর ছবি নিয়েও একই উন্মাদনা রয়েছে। সন্ধ্যা প্রেক্ষাগৃহের প্রসঙ্গ তুলে পরিচালক বলেন, পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার ক্ষেত্রে টিকিটের দাম একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সে জন্যই আল্লু অর্জুনকে অযথা দোষারোপ করা হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

বনি কাপুর বলেন, অযথাই আল্লু অর্জুনকে টেনে আনা হচ্ছে এবং দোষারোপ করা হচ্ছে এক অনুরাগীর মৃত্যুর জন্য। এ ঘটনা সম্পূর্ণভাবে ভিড়ের জন্যই হয়েছে। গ্রেফতার হয়ে এক রাত সংশোধনাগারে ছিলেন অভিনেতা আল্লু অর্জুন। জামিন পেয়ে বেরিয়ে এসে তিনি বলেছিলেন-আমি ভালো আছি। চিন্তার কোনো কারণ নেই। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আল্লু অর্জুন বলেন, আমি একজন নাগরিক, আইন মেনে চলি। আইনকে সম্মান করি। আইনি প্রক্রিয়ায় আমি সহযোগিতা করব। তার জন্য যা করতে হয়, করব।

আবারও লিগ্যাল নোটিশ পেলো অভিনেত্রী স্বাগতা

বিনোদন ডেস্ক : ছোটপর্দার অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী জিনাত সানু স্বাগতাকে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য আবারও লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এবার লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'। ঢাকা বারের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুকের মাধ্যমে সংগঠনটির আহ্বায়ক মুহম্মদ জিয়াউল হক নোটিশটি পাঠান।

পাকিস্তানে মুক্তি পাচ্ছে বুবলির সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : গত বছর পাকিস্তানের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ঢালিউড ছবি 'মোনা: জ্বীন ২'। এরপর মুক্তি পায় শাকিব খানের ছবি 'তুফান'। এবার দেশটিতে মুক্তি পাচ্ছে শরিফুল রাজ ও শবনম বুবলী অভিনীত ছবি 'দেয়ালের দেশ'। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে চলছে ছবিটি। জানা গেছে, পাকিস্তানে সিনেমাটি ডিস্ট্রিবিউশন করছে যুক্তরাষ্ট্রের এভেইল এন্টারটেইনমেন্ট। পাকিস্তানে সিনেমার মুক্তির খবর জানিয়ে নির্মাতা মিশুক মনি বলেন, 'দেয়ালের দেশ আমার প্রথম ছবি। গত বছর ছবিটি মুক্তির পর দর্শক ও ক্রিটিকদের দারুণ প্রশংসা পেয়েছি। এটা আমার জন্য বড় প্রাপ্তি। দেশে মুক্তির পাশাপাশি অনেক দেশেই মুক্তি পেয়েছে। শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে পাকিস্তানে। এটাও আমার জন্য দারুণ খবর। আশা করি পাকিস্তানের দর্শকদের কাছেও সিনেমাটি ভালো লাগবে।' গেল বছরের অন্যতম আলোচিত রোমান্টিক গল্পের সিনেমা 'দেয়ালের দেশ'। ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি সে সময় দর্শকমহলে বেশ সাড়া জাগায়। এরপর সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়সহ পৃথিবীর নানা দেশে মুক্তি পায়। বেশ কয়েকমাস ধরে পাকিস্তানে বাংলাদেশের সিনেমা মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সে যাত্রায় এবার যুক্ত হলো 'দেয়ালের দেশ'। বৈশাখ ও নহর নামের দুই যুবক-যুবতীর ব্যতিক্রম রসায়ন নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'দেয়ালের দেশ'। এতিমখানায় মানুষ হওয়া বৈশাখ চালচুলোহীন, খামখেয়ালি। বাসে বাসে লিফলেট বিলি করা মেয়ে

নহরকে তার ভালো লাগে। প্রেম হয়ে যায় তাদের। কিন্তু স্বভাব বদলায় না বৈশাখের। জুয়া আর নেশায় ডুবে থাকে।

ডেলিভারি ম্যানের চাকরি নিলেও জেলে যেতে হয় তাকে। সব হারিয়ে বৈশাখ কাজ নেয় মর্গে। একদিন একটা লাশ আসে মর্গে। কফিন খুলে বৈশাখ দেখে, এটা তার প্রেমিকা নহরের লাশ। এখান থেকেই ছবির মূল গল্প শুরু হয়। শরিফুল রাজ ও বুবলী ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন স্বাগতা, শাহাদাত হোসেন, আজিজুল হাকিম, সাবেরী আলম প্রমুখ।

এবার পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত হলেন র‍্যাপার সেজান-হান্নান

বিনোদন ডেস্ক : জুলাই ছাত্র-জনতার আন্দোলনে দেশের মূলধারার সংগীতশিল্পীরা যখন চুপ, তখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের জন্য জ্বালাময়ী গানে আগুন ঝরিয়ে দিয়েছিলেন দুই তরুণ র‍্যাপার হান্নান হোসাইন শিমুল এবং মোহাম্মদ সেজান। জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা রাখা সেই কণ্ঠযোদ্ধারা এবার ঠাঁই করে নিয়েছেন পাঠ্যবইয়েও। র‍্যাপার হান্নান ও সেজানের যে দুটি গান ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে বেগবান করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, তা হলো হান্নানের 'আওয়াজ উডা' এবং সেজানের 'কথা ক'। সম্প্রতি পাঠ্যবইয়ে হান্নান-শি

যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করছে দাউদকান্দি হাইওয়ে থানা-পুলিশ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ধীতপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

৮১ দুর্ঘটনায় ১০৫ জন নিহত ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক মরণফাঁদে পরিনত

বরিশাল প্রতিবেদক : ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙা থেকে সাগরকন্যা কুয়াকাটা পর্যন্ত মহাসড়কটি সংকুচিত হওয়ায় ভারী যানবাহনের একটি অপরটিকে অতিক্রম করা কষ্টকর হয়ে পরেছে। তার ওপর রয়েছে মহাসড়কে তিন চাকার যানের বেপরোয়া চলাচল। ফলে প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বছরের শুরুতে মহাসড়ক দিয়ে বরিশালের প্রবেশদ্বার গৌরনদীর ভুরঘাটা বাসষ্ট্যান্ডে সাকুরা পরিবহনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক নিহত ও আরোহী গুরুতুর আহত হয়েছেন। এছাড়া ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মহাসড়কের গৌরনদী থেকে উজিরপুরের ইচলাদী এলাকায় ৮১টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ১০৫ জন নিহত ও ২২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। গৌরনদী হাইওয়ে থানা সূত্রে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বরিশালের প্রবেশদ্বার গৌরনদীর ভুরঘাটা থেকে উজিরপুর উপজেলার ইচলাদী পর্যন্ত সড়কটি দীর্ঘদিন থেকে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সংকুচিত সড়ক, ফুটপাতে যত্রতত্র দোকানপাট, বেপরোয়াগতির যান চলাচল, তিন চাকার অবৈধ যান চলাচল ও অদক্ষ চালকের কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। আর এতে করে নিহত ও আহতের ঘটনা বেড়েই চলেছে। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান বলেন, ২০২৪ সালের পহেলা থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহাসড়কের গৌরনদী থেকে ইচলাদী এলাকায় ৮১টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর এসব দুর্ঘটনায় ১০৫ জন নিহত ও ২২০ জন আহত হয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে দুর্ঘটনারোধে ছয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান করা না হলে দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ওসি আরও বলেন, মহাসড়কের গৌরনদী থেকে ইচলাদী পর্যন্ত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হচ্ছে গৌরনদীর বার্থী, টরকী, গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড, আশোকাঠি, মাহিলাড়া, বাটাজোর, উজিরপুরের মোড়াকাঠি, সানুহার, জয়শ্রী ও ইচলাদী। সড়ক সংকুচিতর কারণে এসব এলাকায় তীব্র জানজট লেগেই রয়েছে। সূত্রমতে, গত ২৯ ডিসেম্বর বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার বাটাজোরের বাইচখোলা নামকস্থানে যাত্রীবাহী দুটি বাস ও তৈলবাহী লরির ত্রিমুখী সংঘর্ষে একজন নিহত ও কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে মহাসড়কের দুইপাশের ১২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানযটের সৃষ্টি হয়েছিলো।

গত ১৫ ডিসেম্বর মহাসড়কের কটকস্থল নামক এলাকার আরিফ ফিলিং স্টেশনের সামনে বরিশালগামী যাত্রীবাহী লাবিবা পরিবহনের ধাক্কায় পথচারী মফিজুল ইসলাম (৭৫) নামের এক বৃদ্ধ পথচারী নিহত হয়েছেন। বাসযাত্রী নুসরাত জাহান (৩২) অভিযোগ করে বলেন, চলন্ত অবস্থায় বাসচালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন। বাসযাত্রীরা চালককে কথা বলতে নিষেধ করায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গৌরনদী আরিফ ফিলিং স্টেশন এলাকায় গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। পরবর্তী সময়ে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের একটি ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে দোকান ভেঙে ডোবায় পড়ে যায়। এর আগে গত বছর (২০২৪ সালে) সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিলো মহাসড়কের উজিরপুর উপজেলার বামরাইল এলাকায়।

রাজারহাটে এক মাসে ৫৮জন গ্রেফতার

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধ : কুড়িগ্রামের রাজারহাট থানা পুলিশ ডিসেম্বর মাস জুড়ে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত ৫৮জনকে গ্রেফতার করে কুড়িগ্রাম জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। এছাড়া একই দিনে ১১জনকে গ্রেফতার করায় উপজেলা জুড়ে টক অব দ্যা নিউজ এ পরিনত হয়েছে। দু'একটা ছিঁচকে চুরি ছাড়া রাজারহাট উপজেলায় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি উন্নতি রয়েছে। তবে এ উপজেলায় মোবাইল ফোনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভূয়া সংবাদ ছড়ানোর প্রবনতা রয়েছে কিছু কিশোরের। সে বিষয়টিও প্রশাসনের দৃষ্টিতে রয়েছে। এসব ভূয়া খবর যেন না ছড়ায় সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে। সেজন্য প্রশাসন সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন। পুলিশ জানান, রাজারহাট উপজেলায় শুধু ১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আদালতের ওয়ারেন্টভূক্তসহ বিভিন্ন মামলায় ৫৮জন আসামীকে গ্রেফতার করে কুড়িগ্রাম জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- শফিউল আলমের ছেলে মেসবাহুল(৩২), আহম্মদ আলীর ছেলে আশরাফুল হক(৪০), ছয়ের উদ্দিনের ছেলে রাশেদুল ইসলাম(৩০), আঃ করিমের ছেলে আসাদুজ্জামান রাঙ্গা(৪৬), হোসেন আলীর ছেলে আঃ মান্না(৬২), যতিন্দ্রনাথের ছেলে গোপাল চন্দ্র(৪৭), সাহের উদ্দিনের ছেলে ফিরোজ আল মামুনসনেট(৪২), শহিদুল ইসলামের ছেলে মশিউর রহমান মিলন(২৫), নয়া মিয়া র ছেলে আনোয়ারুল হক(৩৯), ননী গোপালের ছেলে সন্তোষ রায়(৫০), শামছুর হকের ছেরে জাকির হোসেন(৩৩), আঃ রাজ্জাকের ছেলে আরিফ হাসান(২৩), সোলায়মানের ছেলে জামাল মিয়া(২৭), আজগার আলীর ছেলে একরামুল হক(২৮), ছাফুরা মামুদের ছেলে মিলন(৩২), আঃ রহমানের ছেলে জাহিদুল ইসমলাম(৩৫), আক্তার হোসেনের ছেলে রাহেনুল ইসলাম, হাদিউজ্জামানের স্ত্রী সুইটি বেগম, মজিবুল হকের স্ত্রী আছমা বেগম(৩৬), মনিরউদ্দানের ছেলে শাহজামাল(৬০), জবর আলী ছেলে মজিবুল ইসলাম(৪০), আঃ গফুরের ছেলে হারুন মিয়া(৩২), মোজাম্মেল হকের ছেলে রাইনুল ইসলাম(৪৭), আহম্মদ আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন(২৫), সুরত আলীর ছেলে নয়ন মিয়া, হোসেন আলীর ছেলে আঃ মান্নান(৬২), আমিনুল ইসলামের ছেলে মমিনুল ইসলাম(৩০), এমদাদুল হকের ছেলে রফিকুল ইসলাম(৩৮), জব্বার আলীর ছেলে আনোয়ারুল ইসলাম(৪৮), সুরেন্দ্রনাথ সরকারের ছেলে শ্রী শিবু প্রসাদ(৫৩), সুলতান আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম(২৫), সেকেন্দার আলরি ছেলে আশরাফুল আলম(২৮), শফিউদ্দিনের ছেলে আতাউর রহমান (২৭)।

শীত এলে কদর বাড়ে লেপ-তোশকের। লেপ-তোশক বিক্রির জন্য বেরিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। শিববাড়ি, সিলেট।

চন্ডিপুরে গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : 'কলুর বলদ' কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমানিত হলো ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না চন্ডিপুর মাঠে। জোয়াল কাঁধে দেওয়ার পর কর্তার হাতের ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তেই পাল্টে যায় এ অবলা প্রানীটির চরিত্র। একে অপরকে পেছনে ফেলতে ছুটতে থাকে বিদ্যুৎ গতিতে। যা দেখে আনন্দ উল্লাস করে হাজার হাজার দর্শক। সেই সাথে ছিল দিনব্যাপি গ্রামীন মেলা। আয়োজকরা জানান, ২০০০ সাল থেকে সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে মাঠে এ আয়োজন করে আসছে স্থানীয় যুবসমাজ। সাথে থাকে গ্রামীন মেলা। সেখানে শিশুদের বিভিন্ন রাইডের পাশাপাশি আছে বাহারি সব খাবার। আছে বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও মনিহারি। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বৈরী আবহাওয়া ও প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে আশেপাশের জেলাসহ কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে শুধুমাত্র গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী ব্যতিক্রমী খেলা গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা ও গ্রামীন মেলা উপভোগ করতে। ঝিনাইদহ, মহেশপুর, যশোর, নড়াইল এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে আগত ২০টি গরুর দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে।দাদার হাত ধরে গরুর দৌড় দেখতে আসা ক্ষুদে দর্শক রাব্বি হাসান জানায়, আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। যশোর থেকে আসা ফয়েজ উল্লাহ জানান, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। আধুনিক যুগে এসে গরুর গাড়ির এমন দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে আমাদের খুব ভালো লাগছে। এরকম আয়োজন বার বার হলে নতুন প্রজন্ম আমাদের গৌরবান্বিত ইতিহাস সম্পর্কে ভালো ভাবে জানতে পারবে। তাই প্রতিনিয়ত আয়োজন করা দরকার। গরুর গাড়ি যে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না। খেলায় দ্বিতীয় হওয়া নড়াইল জেলার নুরু হোসেন জানান,গতির সাথে পাল্‌রা দিয়ে প্রতিপক্ষকে হারাতে হার না মানা দৌড় দেখা গেছে প্রতিযোগিদের মধ্যে। আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। এখানে পুরস্কার বড় কথা নয়। মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই মূল কথা। প্রথম হওয়া ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার কুরবান আলী জানান, আবহমান কাল থেকে কৃষকের হালচাষের অবিচ্ছেদ্য অংশ গরু। কিন্তু গরুর যে আলাদা আরও একটি চরিত্র রয়েছে তা প্রমানিত হলো ঝিনাইদহের অজপাড়াগাঁ গান্না চন্ডিপুর মাঠে। আয়োজক আবু দাউদ জানান,দর্শকদের বিনোদন,সমাজে পরিবর্তন আর গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ধরে রাখতে প্রতি বছর এ আয়োজন করা হয় । প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মহেশপুর উপজেলার কুরবান আলী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নড়াইল জেলার নুরু হোসেন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যশোর জেলার বাঘারপাড়ার অলিদ। প্রথম পুরস্কার ছিল একটি গরু, দ্বিতীয় পুরস্কার একটি ছাগল ও তৃতীয় পুরস্কার একটি বাইসাইকেল।

শীতে বিপর্যস্ত বরিশালের জনজীবন

বরিশাল প্রতিবেদক : উত্তরের কনকনে হাওয়ায় বরিশালের জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পরেছে। সাথে হালকা থেকে মাঝারী কুয়াশার চাঁদরে গত বৃহস্পতি ও গতকাল শুক্রবার দিনভরই সূর্যের দেখা মেলেনি। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে নেমে যায়। ফলে জনজীবনে দুর্ভোগ ছিলো চরমে। দিনভর জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। আবহাওয়ার এ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের বিশেষ সতর্কতার সাথে রাখতে ও থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই বরিশালে ঠান্ডার দাপট বাড়তে শুরু করেছে। এরমধ্যে গত বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতির অস্বাভাবিক অবনতি ঘটে। আবহাওয়া বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবারের পরবর্তী পাঁচদিনে তাপমাত্রার পারদ আরো হ্রাস পেতে পারে।

খাগড়াছড়িতে একসাথে তিন কন্যা সন্তান জন্ম

লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি : খাগড়াছড়িতে নিশিকা চাকমা (৩৫) নামে এক নারী একসঙ্গে তিনটি যমজ কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়া ওই তিন নবজাতকের মধ্যে একজন একটু অসুস্থ, দুইজন সুস্থ আছেন এবং মা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ভোরে খাগড়াছড়ি সদরস্থ হেল্‌থ কেয়ার হাসপাতাল তিন কন্যা সন্তান প্রসব করেন নিশিকা চাকসা নামের ওই নারী। নিশিকা চাকমা খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোননছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে নতুন বাগান এলাকার সুন-ায়ন চাকমার স্ত্রী। ওই নারীর সঙ্গে থাকা অভিভাবক বলেন, নারী গত বৃহস্পতিবার ভোরে হেল্‌থ কেয়ার হসপিতালে ভর্তি করা হয়। নিশিকা চাকমা একসঙ্গে তিনটা মেয়ে জন্ম দিয়েছে। তাদের সংসারে পূর্বে আরও ৪জন কন্যা সন্তান রয়েছে। তিনি এর আগেও যমজ কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এই নিয়ে মোট ৭জন কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন তিনি। হেল্‌থ কেয়ার হাসপাতালের গাইনোকলজিস্ট ডা. আশুতোষ চাকমা জানান, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে প্রসব ব্যথা নিয়ে হেল্‌থ কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সিজার ছাড়া একে একে তিন কন্যা সন্তান প্রসব করেন। বাচ্চার মা সুস্থ আছে, তবে বাচ্চাগুলোর মধ্য থেকে একজন কিছুটা অপরিপক্ক অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে নবজাতকগুলো সদর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওমর ফারুক বলেন, ভোরে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে তিন কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তিনটি বাচ্চা আমাদের সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে।

চতলমারীতে টমেটো চাষে লাভের স্বপ্ন কৃষকের

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের চিতলমারীতে বিপুলপ্লাস টমেটোরচাষ করে ভাগ্যবদলের স্বপ্ন দেখছেন লিটন বালা। লিটন বালা উপজেলার চরবানিয়ারী ইউনিয়নের ডাকাতিয়া গ্রামের অধিবাসী।বলেশ্বর নদের তীরবর্তী ডাকাতিয়া বালুর মাঠে লিটন বালা ২বিঘা কৃষি জমিতে বিপুলপ্লাস জাতের টমেটোর চাষ করেছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে টমেটো গাছের সবুজ পাতা ও ফল পুরো জমিতে একাকার হয়ে মিশে গেছে। ক্ষেতের পরিচর্যা করাকালিন সময় গত বৃহস্পতিবার বিকালে কথা হয় লিটন বালার সাথে। তিনি জানান নিয়মিত (কৃষি) পরামর্শ মেনে চলা ও ক্ষেতের পরিচর্জা করায় তার টমেটোর ফলন ভালো হয়েছে। ২বিঘা জমিতে তিনি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা খরচ করেছেন। প্রথম দিকে ৬০/৬৫ টাকা কেজি বিক্রি করেছেন। বর্তমান ৩০/৩৫টাকা কেজি বাজার দাম চলছে। এই দাম বলবত থাকলে তার ২বিঘা জমির টমেটোয় দেড় লক্ষ টাকা লাভ হবে। ডাকাতিয়া গ্রামের টমেটো চাষী জিবণ হীরা ও মোহম্মাদ আলী জানান, চরবানিয়ারী ইউনিয়নের বালুর মাঠে রেকর্ড সংখ্যক টমেটোর চাষ হয়েছে বর্তমান বাজার ভালো উপজেলা কৃষি অফিসার (কৃষিবিদ)সিফাত আল মারুফ জানান এই এলাকার মাটি সকল ধরনের সবজি চাষের উপযোগী। সবজি চাষে কৃষকদের সকল প্রকার সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

নগরকান্দা, ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের নগরকান্দায় ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরকান্দা পৌরসভার জুগুরদী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় চরযোশরদী ইউনিয়ন ছাত্রদলের নগরকান্দায় লর টিম বিজয়ী যোদ্ধা লস্করদিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদল টিম লাল পতাকাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা শেষে ট্রফি বিতরন করেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সহ সভাপতি মাহাবুব আলী মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জাজরিস,বাদশাহ গ্রুপের হেড অব একাউন্টস বিএনপি নেতা আলহাজ্ব কাউসার মোল্লা,ফরিদপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হেলালউদ্দীন হেলাল, যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বাবু, নাজমুল হোসেন রাজু, ওলামা দল নেতা মজিবর রহমান, ছাত্রদল নেতা রবিউল ইসলাম লিখন,সাইফুল ইসলাম সুজন, মাহ-ামুদুল হাসান বাবু,আলী আকবর শরীফ আরমান,বাপ্পি প্রমুখ। খেলাটি পরিচালনা করেন সাবেক ছাত্রদল নেতা কামালউদ্দীন খান শিপন।

তীব্র শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কালিয়ার জনজীবন

কালিয়া, নড়াইল প্রতিনিধি : গত তিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের কারণে ঘন কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় তীব্র শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নড়াইলের কালিয়ার জনজীবন। দেশের তাপমাত্রা ও বাতাসের আদ্রতা কম থাকায় সারাদিনেও মেলেনি সূর্যের দেখা। তাই, অব্যাহত হিমেল হাওয়া ও কুয়াশা থাকায় বেড়েছে শীতের তীব্রতা। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে শীতের তীব্রতাও অপেক্ষাকৃত বেশি। ফলে, পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন উপজেলার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলো। কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, শীতবস্ত্রের অভাবে অনেক মানুষ খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে। জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগছেন শিশু, যুবক ও বয়স্ক মানুষ। প্রতিদিন কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা। শীতের দাপট উপেক্ষা করেও জীবিকার তাগিদে কাজে যেতে হচ্ছে খেটে কাওয়া নিম্নআয়ের মানুষদের।

বরিশালে নাগরিক সেবায় দুই ইউএনও'র সফলতা

বরিশাল প্রতিবেদক) : 'প্রতিভা কোনো সীমাবদ্ধ সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অসন্তোষই তার জয়যাত্রা পথের সারথি'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ উক্তিটি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন বরিশালের দুইজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। ন্যায় পরায়ন দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে একটি উপজেলার যে আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব তার প্রমান করে দিয়েছেন গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবু আবদুল্লাহ খান ও আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারিহা তানজিন। অথচ সরকারি অধিকাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন যাদের নাম শুনলেও সাধারণ মানুষ হরহামেষা নেতিবাচক মন্তব্য ছুড়ে দেন। তবে এরমধ্যে অনেক ভালো কর্মকর্তাও রয়েছেন। যাদের দক্ষতা, মার্জিত ব্যবহার, জনমুখী কর্মকান্ড, পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন, ন্যায় পরায়নতা ও সেবা গ্রহিতাদের কথা ধৈর্য্যের সাথে শ্রবন করে সমাধান বের করে দেওয়া, গন্ডির বাইরে গিয়েও বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার মানুষের কল্যানে নিজেকে নিয়োজিত রেখে চলেছেন প্রতিনিয়ত। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত ৫ আগস্টের পর নানাবিধ কারনেই মাঠ প্রশাসনে কাজের চাঁপ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ, পৌরসভায় দায়িত্ব পালন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদে থাকার কারনে নির্বাহী অফিসারদের কাজের পরিধি আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কাজের চাঁপ বৃদ্ধি পেলেও এ দুই উপজেলার নাগরিক সেবার মান একটুও কমেনি। বরং আগের চেয়ে সেবার মান বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক সেবায় আবু আবদুল্লাহর সফলতা ॥ ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করেন মো. আবু আবদুল্লাহ খান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদানের পর তার সততা ও কর্মদক্ষতায় পাল্টে গেছে এ উপজেলার নাগরিক সেবার চিত্র। পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি দপ্তরের কর্মকান্ডে ফিরে এসেছে গতিশীলতা ও শতভাগ স্বচ্ছতা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মাঠ প্রশাসনে অস্থিরতা দেখা দিলেও দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার গৌরনদী উপজেলায় ছিলো ভীন্নরুপ। উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিএনপি, জামায়াত ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদসহ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উপজেলার সার্বিক নিরাপত্তা, নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন আবু আবদুল্লাহ খান। বিশেষ করে সরকার পতনের সুযোগে একটি শ্রেনী দেশের বাজার অস্থিতিশীল করে তুলেছিলো। সেই প্রেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ন্যায্যমূল্যের বিপনণ কেন্দ্র ও কৃষি কর্নার স্থাপন করেন। যা উপজেলার সর্বত্র সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়াও শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকশিত করার লক্ষ্যে উপজেলা মডেল পাঠাগার ও গৌরনদী ক্লাব এন্ড সোসাইটি চালুকরণ, শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ডিবেটিং ক্লাব, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ক্লাব ও বিজ্ঞান ক্লাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনবান্ধন ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা ভূমি অফিসে সপ্তাহের প্রতি গত বৃহস্পতিবার একদিনের মধ্যে নামজারি কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য সহকারী কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইউএনও'র নির্দেশনায় সহকারী কমিশনার মো. রাজিব হোসেন ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের নামজারি একদিনের মধ্যে সম্পন্ন করেন।

যা দেশব্যাপী আলোচিত হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা সমুন্নত রাখতে প্রতিটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সকল প্রকার মেডিক্যাল টেস্টের ন্যায্য মূল্যে দৃশ্যমান স্থানে নিশ্চিতকরণ এবং জনসাধারনের স্বাস্থ্যের যাতে কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেজন্য প্রতিটি ফার্মেসিতে ফুলকোর্স ও রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শপত্র ব্যতীত সকল প্রকার এন্টিবায়োটিক বিক্রি নিষিদ্ধকরণ করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে অপরিস্কার খাল-নালা পরিস্কারকরণ ও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মল পরিবেশ ও সবুজায়ন নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

পরিবেশদূষণের বিপর্যয়কর ক্ষতিগুলোর বিষয়ে সচেতন করতে দুই কিশোরের সাইকেলে 'কান্ট্রি ক্রস যাত্রা'। কেশবপুর, যশোর।

দরিদ্র শীতার্থদের পাশে সরাইলের ইউএনও

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : গভীর রাতে দরিদ্র অসহায় শীতার্থদের পাশে কম্বল নিয়ে হাজির হয়েছেন সরাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোশারফ হোসাইন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১১/১২ টার দিকে তিনি সরাইল সদরসহ আরো তিনটি ইউনিয়নের ঘুরে প্রায় ৩ শতাধিক শীতার্থ মানুষকে নিজ হাতে দিয়েছেন কম্বল। গত এক সপ্তাহ আগেও গভীর রাতে সরাইল সদরের বিভিন্ন এলাকায় সরাসরি হাজির হয়ে তীব্র শীতের দূর্ভোগে থাকা দুই শতাধিক নারী পুরূষকে কম্বল দিয়েছিলেন ইউএনও। সূত্র জানায়, গত বুধব-ার থেকেই সরাইলের আকাশে সূর্যের দেখা মিলছে না। মাঝে মধ্যেই ঘন কুঁয়াশায় অন্ধকার হয়ে পড়ছে পরিবেশ। আর এ জন্যই বেড়েই চলেছে শীতের তীব্রতা। গরম কাপড় ও কম্বলের অভাবে রাতে অবর্ণনীয় দূর্ভোগ আর কষ্টে আছেন অসহায় দরিদ্র লোকজন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে ৩ শতাধিক কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ইউএনও মো. মোশারফ হোসাইন। এ সময় উনার সাথে ছিলেন সরাইল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রফিকুল হাসান, সরাইল সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্ররা। উনার প্রথমে সরাইল সদরে ও পরে কালিকচ্ছ, নোয়াগাঁও ও শাহবাজপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় সরজমিনে হাজির হয়ে দূর্ভোগে থাকা দরিদ্র নারী পুরূষদের খুঁজে বের করে কম্বল প্রদান করেছেন। রাত ২টা পর্যন্ত উনারা শীতার্থ মানুষদের কম্বল প্রদানের কাজটি করেছেন। গত এক সপ্তাহ আগেও গভীর রাতে সরাইল সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ইউএনও নিজে গিয়ে দরিদ্র শীতার্থদের হাতে কম্বল তুলে দিয়েছেন। ইউএনও মো. মোশারফ হোসেন বলেন, সরজমিনে গিয়ে অসহায় শীতার্থ মানুষদের কম্বল প্রদানের কাজটি অব্যাহত থাকবে। রাতে বের হলে দূর্ভোগে থাকা প্রকৃত লোকদের পাওয়া যায়। আর তাদের জন্যই তো সরকারের এই বরাদ্ধ।

মৃদু শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত, কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, নিকলী, কুলিয়ারচর সহ হাওর অঞ্চলের উপজেলা গুলোতে গত তিন ধরে মৃদু শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত থাকার কারণে শিশু ও বৃদ্ধ বয়সের লোকদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে কিশোরগঞ্জে গতকাল শুক্রবার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। গতকাল শুক্রবার সকালে ভাগলপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে দেখা যায়, হাসপাতালে অধিকাংশ শিশু রোগ

ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে দুইয়ে ফিরল আর্সেনাল

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডের মুখোমুখি হয়েছিল আর্সেনাল। এই ম্যাচে শুরুতে বিবর্ণ থাকলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-১ গোলের দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে আর্সেনাল। একে লিগ টেবিলে দুই নম্বরে ফিরল মিকেল আর্তেতার দল। প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে ম্যাচের শুরুতে গোল খেয়ে বসে আর্সেনাল। ১৩তম মিকেল ডামসগার্ডের পাস ধরে ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান এমবিউমো। শুরুতে বল দখলে একচেটিয়া আধিপত্য করলেও আক্রমণে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না আর্সেনাল। ২৮তম মিনিটে দাভিদ রায়ার ভুলে আরেকটি গোল হজম করতে বসেছিল তারা। শেষ মুহূর্তে গোললাইন থেকে বল ফেরান স্প্যানিশ গোলরক্ষক। ২৯তম মিনিটে জেসুসের গোলে সমতায় ফেরে সফরকারীরা। বক্সের বাইরে থেকে থমাস পার্টির শট গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ঠেকালেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি, হেডে জাল খুঁজে নেন এই ব্রাজিলিয়ান। আর্সেনালের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ চার ম্যাচে ৬ গোল করলেন তিনি। সমতায় থেকে প্রথমার্ধ শেষ করলেও দ্বিতীয়ার্ধে তিন মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। ৫০তম মিনিটে কর্নার ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় ব্রেন্টফোর্ড, জটলার ভেতর থেকে বল জালে পাঠান মেরিনো। ৫৩তম মিনিটে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে শটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন মার্তিনেল্লি। বাকি সময়ে ব্রেন্টফোর্ডের ওপর চাপ ধরে রাখলেও গোলরক্ষকের পরীক্ষা তেমন নিতে পারেনি আর্সেনাল। স্বাগতিকরাও কোনো গোল করতে পারেনি এতে ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠে ছাড়ে আর্সেনাল। এই জয়ে লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল আর্সেনাল। ১৯ ম্যাচে ১১ জয় ও ৬ ড্রয়ে আর্তেতার দলের পয়েন্ট হলো ৩৯। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বাদশ স্থানে আছে ব্রেন্টফোর্ড।

ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরে গেলেন রোহিত, নতুন ক্যাপ্টেন বুমরাহ

স্পোর্টস ডেস্ক : ধারাবাহিক খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে শেষ পর্যন্ত বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির শেষ ম্যাচ থেকে বাদ পড়লেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যদিও আপাতত বলা হচ্ছে যে তাকে নাকি বিশ্রাম দেয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সিরিজের শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন জাসপ্রিত বুমরাহ। খবর, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'র। প্রতিবেদনের তথ্যমতে, পরবর্তী টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের পরিকল্পনায় না থাকলে মেলবোর্নে সদ্য অনুষ্ঠেয় বক্সিং ডে টেস্টই হতে পারে সাদা পোশাকে রোহিতের শেষ। গণমাধ্যমটি জানায়, ভারতের কোচ গৌতম গাম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক আজিত আগারকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন রোহিত। জানিয়েছেন সিডনি টেস্টে না খেলার কথা। এটি সত্য হলে একাদশে ফিরবেন শুভমান গিল। আর অধিনায়ক হিসেবে আগামীকাল টস করতে নামবেন জসপ্রিত বুমরাহ। রোহিত শর্মার পরিবর্তে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে দেখে চমকে যান সাংবাদিকরা। যদিও ব্রিসবেন টেস্টের আগের দিনও এমনটা হয়েছে। তবে সেদিন ঐচ্ছিক অনুশীলন থাকায় মাঠেই আসেননি রোহিত। আজ ঐচ্ছিক অনুশীলন থাকলেও মাঠেই ছিলেন তিনি। কিন্তু কথা বলেননি সংবাদ সম্মেলনে। তাই কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া সিডনি টেস্টে তার খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। যদিও পরবর্তীতে কোচ বিষয়টি পরিষ্কার করেন। সংবাদ সম্মেলনে গম্ভীর বলেন, রোহিত ঠিক আছে। উইকেট বিচার করে কাল একাদশ ঠিক করব আমরা। (সংবাদ সম্মেলনে না থাকা প্রসঙ্গে) হেড কোচ আছে, সেটাই যথেষ্ট। পরবর্তী টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শুরুতে ভারত সফর করবে ইংল্যান্ডে। সেখানে যদি রোহিতকে দেখা না যায়, তবে বিদায়ের বিষয়টিই সত্য হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালে মাঠে গড়াবে যত আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৪ সালকে বিদায় করে আগমন ঘটেছে নতুন বছরের। ২০২৫ সালে ব্যস্ত সূচি রয়েছে ক্রীড়াঙ্গনের। যার শুরুটা পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়ে। এ ছাড়াও রয়েছে নতুন মোড়কে ক্লাব বিশ্বকাপের উদ্বোধনের মঞ্চ। বর্তমানের খেলোয়াড়দের কোনো বিশ্রাম নেই। ২০২৪ এ খেলা কমানোর যে দাবি ছোট ছিল ২০২৫ সালে আরও জোরালো হবে। তার প্রমাণ খেলাধুলার ক্যালেন্ডার। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও ক্লাব বিশ্বকাপ ছাড়াও নারীদের বৈশ্বিক আসর ওয়ানডে বিশ্বকাপ, মহাদেশীয় আসর এশিয়া কাপ, ফুটবলে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হবে এ বছর। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মর্যাদার আসর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। প্রথমবার হকির বৈশ্বিক আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ভারতে তার পরীক্ষা ডিসেম্বরে।

খেলার নাম	প্রতিযোগিতা	মাস	আয়োজক
টেনিস	অস্ট্রেলিয়ান ওপেন	জানুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া
ক্রিকেট	চ্যাম্পিয়নস ট্রফি	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	পাকিস্তান
ফুটবল	পুরুষ সাফ অনূর্ধ্ব-১৯	মে	ভারত
টেনিস	ফ্রেঞ্চ ওপেন	জুন	ফ্রান্স
ফুটবল	ক্লাব বিশ্বকাপ	জুন	যুক্তরাষ্ট্র
টেনিস	উইম্বলডন	জুন-জুলাই	ইংল্যান্ড
ফুটবল	সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ	জুন-জুলাই	বাংলাদেশ
ফুটবল	সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী	জুলাই	বাংলাদেশ
টেনিস	ইউএস ওপেন	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	যুক্তরাষ্ট্র
অ্যাথলেটিকস	বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ	সেপ্টেম্বর	জাপান
ক্রিকেট	নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ	সেপ্টেম্বর	ভারত
ক্রিকেট	এশিয়া কাপ	অক্টোবর	ভারত
হকি	যুব বিশ্বকাপ		ভারত
ফুটবল	আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স	ডিসেম্বর	মরক্কো

অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন শান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক : অনেক জল্পনা কল্পনার পর শেষ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব ছাড়ছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। অনেক দিন ধরেই অধিনায়কত্ব নিয়ে আলোচনায় ছিলেন এই ব্যাটার। তবে এবার এই অধিনায়কত্ব ছেড়েই দিলেন তিনি। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ফারুক আহমেদ। বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ একটি গণমাধ্যমকে বলেছেন, ''শান্ত ফাইনালি বলে দিয়েছে সে আর টিটোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব করবে না। আমরাও এটা মেনে নিয়েছি। তবে যেহেতু আপাতত আমাদের টিটোয়েন্টি খেলা নেই, হাতে সময় আছে; এখনই নতুন অধিনায়ক নিচ্ছি না। তবে যদি চোটের সমস্যা না থাকে, ওয়ানডে ও টেস্টে শান্তই অধিনায়ক থাকবে। সেভাবেই কথা হয়েছে।'' গেল বছর টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটটা

ভালো যায়নি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেও ব্যাট করেছেন মাত্র ১০২ স্ট্রাইক রেটে। সমালোচনায় মাসকয়েক আগে অধিনায়কত্বই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন। এখন শান্ত অধিনায়ক আছেন ওয়ানডে ও টেস্ট ফরম্যাটে। টি-টোয়েন্টিতে নতুন অধিনায়ক কে হবে তা আপাতত খেলা না থাকার কারণে ঘোষণা করা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে অনেকের নাম ই সামনে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে সবার থেকে এগিয়ে আছেন লিটন কুমার দাস। লিটন দাসের অধীনে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে। এরপরই লিটন জানিয়েছেন, বড় সময়ের জন্য অধিনায়কত্ব করতে প্রস্তুত তিনি। অধিনায়কত্বের জন্য ভাবনায় আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাসকিন আহমেদ।

ব্যস্ত বছর পার করবে বাংলাদেশ ফুটবল দল

স্পোর্টস ডেস্ক : চোখের পলকেই যেন কেটে গেল ২০২৪ সাল। ২০২৫ সাল বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য বেশ ব্যস্ততার বছর। নারী ও পুরুষ উভয় বিভাগে রয়েছে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের খেলা। পুরুষ ফুটবলে এই বছর হওয়ার কথা দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপও। নতুন বছরে প্রথম আন্তর্জাতিক সূচি নারী ফুটবলে। ১৭-২৫ ফেব্রুয়ারি ফিফা উইন্ডোতে তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ এই সময়ের মধ্যে খেলতে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখনো কোনো সম্মতি পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনে অন্য দেশকেও আমন্ত্রণ জানাতে পারে। মার্চে বাংলাদেশের ফুটবলে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপ বাছাইয়ের অ্যাওয়ে

ম্যাচ। ২৫ মার্চ বাংলাদেশ ভারতের মুখোমুখি হবে। ঐ ম্যাচ দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে খেলা হামজা চৌধুরির বাংলাদেশে অভিষেক হওয়ার কথা।

স্বাস্থ্য

জেনে নিন শীতে ডাবের পানি খাওয়ার উপকারিতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গরমে স্বস্তি পেতে ডাবের পানি খাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু শীতেও কি ডাবের পানিতে উপকার মেলে, এমন প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঁকি দেয়। যদি আপনার মনেও এমন প্রশ্নের আনাগোনা থাকে তবে আজকের আয়োজন আপনারই জন্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গরমের তীব্র দাবদহেই শুধু নয়, শীতেও ডাবের পানি খাওয়া জরুরি। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ডাবের পানি খাওয়ার কিছু সুফল রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্তে ক্ষতিকারক গ্লুকোজ এবং কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে পারে এ পানীয়। নিয়মিত এ পানীয় পানের ফলে শরীরে ক্যালসিয়াম, মিনারেল ও পটাশিয়ামের ভারসাম্য বজায় থাকে। গরমের মতো শীতেও ডাবের পানি পান করার বিশেষ উপকারিতার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। শীতে ডাবের দাম অন্য সময়ের তুলনায় কম থাকে। তাই এ সময় নিয়মিত খেতে পারেন ডাবের পানি। ঠান্ডা আবহাওয়ায় মানব শরীরে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় তা থেকে অনেকটাই মুক্তি দেয় এ পানীয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে আসুন একে একে তা জেনে নিই- ১। শীতের সময় ত্বকে ডিহাইড্রেশন বা পানির ঘাটতি দেখা দিলে তা দ্রুত পূরণ করতে পারে ডাবের পানি। ২। পুষ্টিবিদরা বলছেন, ডাবের পানিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাংগানিজ ও জিংক। এসব উপাদান শীতে শরীরকে সুস্থ রাখতে কাজ করে। ৩। শীতে ত্বক রুক্ষ হয়ে ফেটে যেতে শুরু করে। যা সহজে ডেকে নিয়ে আসে বলিরেখা, ফাইন লাইন, কপালে ভাজ, চামড়া কুচকে যাওয়ার মতো সমস্যা। যা ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া ভাব দ্রুত নিয়ে

আসে। এ সমস্যা সমাধানেও খেতে পারেন ডাবের পানি। কারণ ডাবের পানিতে থাকে সাইটোকাইনস। যা ত্বকের কোষগুলো ভালো রাখে ও মরা কোষ দূর করে নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। ৪। শীতে পর্যাপ্ত পানি না খাওয়ার কারণে অনেকেরই প্রস্রাবে ইনফেকশন দেখা দেয়। আপনি কি জানেন? এ সমস্যা সমাধানেও ডাবের পানি কার্যকর। ৫। শীতে তাপমাত্রা কম থাকার কারণে হজমের সমস্যা দেখা দেবেই। তাই ডায়েটে নিয়মিত রাখতে পারেন ডাবের পানি। এ পানীয় আপনার হজম শক্তি বাড়াবে। ত্বকের কোষকে পুনর্জীবিত করতেও সাহায্য করে ডাবের পানি। ত্বককে মসৃণ করতে এর জুড়ি নেই বললেই চলে। ত্বকের দাগ দূর করার পাশাপাশি শীতে খুশকির কারণে যে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয় সে দাগ অপসারণেও এই পানীয় নিয়মিত পান করুন।

গলা ব্যথা প্রশমনে যা করবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীত আসতেই কমবেশি সবাই সর্দি-কাশিসহ গলা ব্যথায় ভুগছেন। ঋতু পরিবর্তনের জেরে এ ধরনের সমস্যা সাধারণ হলেও, যারা এসবের মধ্য দিয়ে যান তারাই জানেন কতটা কষ্টকর। বিশেষ করে গলা ব্যথার সমস্যা হলে তা সহজে সারতে চায় না। ফলে খাবার খেতে গেলে কিংবা ঢোক গেলা কষ্টকর হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান চাইলে ঘরোয়া উপাদানে ভরসা রাখতে পারেন। বিশেষ ২ উপাদান আছে, যা গ্রহণে দ্রুত সর্দি-কাশির সমস্যার পাশাপাশি গলা ব্যথা থেকেও মুহূর্তেই নিস্তার মিলবে। ১ চামচ হলুদের সঙ্গে ৪ চামচ মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায় বলে মনে করেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা। এই দুটি উপাদানই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদে কারকিউমিনয়েড নামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যৌগ থাকে। পলিফেনলের মতো, কারকিউমিনয়েডের অনেক নিরাময় বৈশিষ্ট্য আছে। এর ফলে সব ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। হলুদে থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি সেপটিক, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য। যা সহজেই ক্ষত ও অ্যালার্জির চিকিৎসা করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মধু ব্যাকটেরিয়া ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঐতিহ্যগত অ্যান্টিবায়োটিকের চেয়ে মধু বেশি শক্তিশালী।হলুদ ও মধু একসঙ্গে গ্রহল করলে কী হয়? ১. হলুদ প্রদাহ কমায়, ২. হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় ৩. ব্যথা কমায়, ৪. ক্যানসার প্রতিরোধ করে।

খেজুরের রস খাওয়ার আগে যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : খেজুরের রস হলো একটি প্রাকৃতিক এবং পুষ্টিকর পানীয়, যা শীতকালে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এটি খাওয়ার ফলে কয়েকটি স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং সতর্কতা রয়েছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই খেজুরের রস খাওয়ার ক্ষেত্রে নিপাহ ভাইরাস আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খেজুরের রস গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ, যা তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়। এতে আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন বি থাকে, যা শরীরের নানা কার্যক্রমে সহায়ক। এতে প্রাকৃতিক এনজাইম রয়েছে, যা হজম প্রক্রিয়াকে সহজ করে। তবে খেজুরের রস দ্রুত ফরমেন্টেড হয়ে টডি (অ্যালকোহলিক পানীয়) এ পরিণত হয়। তাই দীর্ঘ সময় রেখে দিলে এটি পান করলে ক্ষতি হতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের এটি সাবধানে খেতে হবে, কারণ এতে প্রাকৃতিক চিনি থাকে।নিপাহ ভাইরাসের ঝুঁকি-বাদুড় যখন খেজুরের রসে মুখ দেয়। তখন তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত লালা এমনকি তাদের মলমূত্র খেজুরের রসের সাথে মিশে যায়। এই দূষিত রস কাঁচা অবস্থায় খেলে নিপাহ ভাইরাস সরাসরি মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। এর ফলে জ্বর, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, বমি, ডায়রিয়া নানা ধরণের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। যা মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কোন টিকা বা কার্যকর চিকিৎসা নেই। এ কারণে খেজুরের রস খাওয়া বন্ধ করে দেবেন, বিষয়টা তা নয়, এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক হলেই হবে।সতর্কতা-চলতি বছর নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫ জন। আক্রান্ত ৫ জনই মারা গেছেন। অন্যদিকে ২০২৩ সালে নিপাহ ভাইরাসে ১৩ জন আক্রান্ত হয়ে মারা যান ১০ জন। এতে ওই বছর এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুহার ছিল ৭৭ শতাংশ। চলতি বছর মৃত্যুহার দাঁড়িয়েছে শতভাগ।

১. প্রথমত রস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে দ্রুত রস বিতরণ করার এবং ঢেকে রাখার। ২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ভাইরাস থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রধান উপায় হল গাছগুলোর রস সংগ্রহের জায়গায় প্রতিরক্ষামূলক আবরণ বা স্যাপ স্কার্ট ব্যবহার করা, যেন বাদুড় এর সংস্পর্শে আসতে না পারে।

যে পাঁচটি কাজ করলে ভালো থাকবে হার্ট

স্বাস্থ্য ডেস্ক : সহজ এবং হৃৎপিণ্ড ভালো রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে হাঁটা। তবে হাঁটার রুটিনে কিছু অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ যুক্ত করলে এটি হার্টের জন্য আরও বেশি উপকার বয়ে আনবে। জেনে নিন বিস্তারিত- ১। উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটুনঅবসর পেয়েছেন বলে কিছুক্ষণ হেঁটে নিচ্ছেন? অবসরে হাঁটা ভালো অভ্যাস, তবে হার্ট ভালো রাখতে চাইলে কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটা অত্যন্ত জরুরি। দ্রুত হাঁটা হার্টকে পাম্প করে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং হার্টের পেশীকে শক্তিশালী করে। ক্লিনিকাল স্টাডিজ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রতিদিন মাঝারি গতিতে নির্দিষ্ট সময় হাঁটলে কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। প্রতিদিন ৭ থেকে ১০ হাজার স্টেপ হাঁটার উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটতে বের হন। ২। কার্ডিও বুস্টের জন্য বিরতি যোগ করুন, দুই মিনিটের জন্য দ্রুত হাঁটুন, তারপর এক মিনিটের জন্য ধীরগতিতে হাঁটুন। এভাবে পুনরাবৃত্তি করুন। এই পদ্ধতিটি কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করে, ধৈর্যের উন্নতি করে এবং আরও বেশি ক্যালোরি পোড়ায়। ৩। হাঁটার সময় বাহু ব্যবহার করুন হাঁটার সময় শরীরের উপরের অংশকে নিযুক্ত করার জন্য হালকা হাতের ওজন ধরে রাখুন। দৌড়ের মতো ভঙ্গি করে এভাবে হাঁটলে শরীরে রক্তের প্রবাহ এবং অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ে। হাতের নড়াচড়াও ক্যালোরি বার্ন বাড়ায় এবং পেশীগুলোকে টোন করতে সাহায্য করে। ৪। শ্বাসের ব্যায়াম যোগ করুনহাঁটার সময় গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। চার পর্যন্ত গুনতে গুনতে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করুন। এরপর আরও দুই গোনা পর্যন্ত স্বাদ ধরে রাখুন এবং এরপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। ২০১৮ সালে প্রকাশিত

একটি সমীক্ষা অনুসারে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় হাঁটা হার্ট ফেইলিওর রোগীদের শারীরিক কার্যকলাপের প্রতি সহনশীলতা বাড়ায়। নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস চাপের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৫। মানসিক চাপ কমাতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে হাঁটুন পার্কের মতো সবুজ জায়গায় হাঁটলে মন এবং শরীরের উপর শান্ত প্রভাব পড়ে। তাজা বাতাস, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং প্রকৃতির শব্দ স্ট্রেস হরমোন হ্রাস করে, যা হার্টে জন্য উপকারী।

কিডনি রোগীরা দুপুরে যা যা খাবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কিডনি রোগীদের খাবারের পছন্দে সতর্ক থাকতে হয়, কারণ খাদ্য তাদের কিডনির কার্যক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে। দুপুরের খাবারে কিছু সুষম ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প খাবার রাখতে হবে। যা কিডনির রোগীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। জেনে নিন কিডনি রোগীদের স্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে- ১. প্রোটিনের সঠিক পরিমাণ: মাছ (কম পরিমাণে, কারণ অতিরিক্ত প্রোটিন কিডনিতে চাপ দিতে পারে)। ডিমের সাদা অংশ (ডিমের কুসুম এড়িয়ে চলা ভালো)। কোনো চর্বিহীন মাংস (যেমন: মুরগির বুকের মাংস)। ২. সবজি: কম পটাসিয়াম যুক্ত সবজি খেতে হবে যেমন: শসা, পেঁপে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি। সবজি সেদ্ধ করে খেতে পারেন, কারণ এতে পটাসিয়ামের পরিমাণ কিছুটা কমে যায়। ৩. শর্করা (কার্বোহাইড্রেট): চাল পরিমিত পরিমাণে, সেদ্ধ চাল বা ব্রাউন রাইস খেতে হবে। লবণ ও ফসফরাস কম রয়েছে এমন আটা বা লবণহীন রুটি খেতে হবে। ৪. ফল: কম পটাসিয়ামযুক্ত ফল যেমন: আপেল, পেয়ারা, আঙ্গুর খেতে পারেন।৫. ফ্যাটস: অলিভ অয়েল, ক্যানোলা অয়েল বা মাছের তেল।

ফাঙ্গাস ইনফেকশনে আক্রান্ত হলে যা করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ছত্রাক বা ফাঙ্গাসজাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ খুবই পরিচিত একটি সমস্যা। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে কিংবা নোংরা পরিবেশে এ জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ বেড়ে যায়। এই রোগ ছোঁয়াচে। এ রোগ যে কোনো বয়সে হতে পারে। সংক্রমণ শরীরের যে কোনো জায়গায় দেখা দিতে পারে। কারণ : অ্যাথলেট বা খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় পায়ের আঙুলের ভাঁজে হতে পারে যা অ্যাথলেটস ফুট বা টিনিয়া পেডিস নামে পরিচিত। লক্ষণ ও উপসর্গ : চুলকানি, জ্বালাপোড়া, চামড়া ছিলে যাওয়া, ফোসকা পড়া, ফেটে যাওয়া, দুর্গন্ধ হওয়া। চিকিৎসা : অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিম বা স্প্রে বা পাউডার।* গোল চাকা বা দাদ বা দাউদ কারণ : গোল চাকার মতো, চামড়া অনেক সময় খসখসে হতে পারে, মাঝখানে স্বাভাবিক থাকতে পারে, চারদিকে প্রাচীরের মতো তৈরি করতে পারে। লক্ষণ ও উপসর্গ : গোল চাকার মতো লালচে চুলকানি। চিকিৎসা : অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম বা অয়েন্টমেন্ট, মুখে খাওয়ার ওষুধও লাগতে পারে।* কুঁচকিতে চুলকানি কারণ : ফাঙ্গাল ইনফেকশন যা কুঁচকি ও এর আশপাশে হয়ে থাকে। লক্ষণ ও উপসর্গ : লালচে বর্ণের চুলকানি, যা দুই রানের আশপাশে, সামনে-পেছনে ছড়িয়ে যেতে পারে। চিকিৎসা : অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম বা স্প্রে।* ঈস্ট জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ কারণ : ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যানডিডা জাতীয় ফাঙ্গাসের সংক্রমণ। যেমন- বগল, কুঁচকি, ভাঁজ যুক্ত জায়গায়। লক্ষণ ও উপসর্গ : লালচে বর্ণের চুলকানি, অনেক সময় সাদা রঙের মতো নিঃসরণ হতে পারে। চিকিৎসা : অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিম বা মুখে খাবার ওষুধ।* মাথায় জীবাণুর সংক্রমণ কারণ : মাথার ত্বকে সংক্রমণ যা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। লক্ষণ ও উপসর্গ : খসখসে, শক্ত, চুলকানি। সেই সঙ্গে চুল পড়ার প্রবণতা।